বাংলাদেশের কম্পট্রোলার এন্ড অডিটর জেনারেল এর
কমপ্লায়েন্স অডিট রিপোর্ট

রিপোর্টের সন ঃ ২০১৪-২০১৫

বেসামরিক বিমান পরিবহণ ও পর্যটন মন্ত্রণালয়

(বেসামরিক বিমান পরিবহণ ও পর্যটন মন্ত্রণালয়ের আওতাধীন
সিভিল এভিয়েশন অথরিটি অব বাংলাদেশ এর ২০১৩-২০১৪ অর্থ বছরের হিসাব সম্পর্কিত)

পূর্ত অডিট অধিদপ্তর

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধানের অনুচ্ছেদ ১৩২ অনুযায়ী মহামান্য রাষ্ট্রপতির নিকট পেশকৃত।

বাংলাদেশের কম্পট্রোলার এন্ড অডিটর জেনারেল এর

কমপ্লায়েন্স অডিট রিপোর্ট

রিপোর্টের সন ঃ ২০১৪-২০১৫

প্রথম খণ্ড

বেসামরিক বিমান পরিবহণ ও পর্যটন মন্ত্রণালয়

অর্থ বছর ঃ ২০১৩-২০১৪

পূর্ত অডিট অধিদপ্তর

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধানের অনুচ্ছেদ ১৩২ অনুযায়ী মহামান্য রাষ্ট্রপতির নিকট পেশকৃত।

সূচিপত্র

ক্রমিক নং	বিবরণ	পৃষ্ঠা নম্বর
১.	মুখবন্ধ	--
২.	Abbreviation & Glossary	--
৩.	**প্রথম অধ্যায়**	১
	অডিট অনুচ্ছেদের সার-সংক্ষেপ	২
	অডিট বিষয়ক তথ্য	৩
	ম্যানেজমেন্ট ইস্যু	৪
	অনিয়ম ও ক্ষয়-ক্ষতির কারণ	৪
	অডিটের সুপারিশ	৪
৪.	**দ্বিতীয় অধ্যায়** (অডিট অনুচ্ছেদসমূহ)	৫-২২
৫.	মহাপরিচালকের স্বাক্ষর	২২
৬.	অনুচ্ছেদভিত্তিক পরিশিষ্ট	দ্বিতীয় খন্ড

মুখবন্ধ

১। গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধানের অনুচ্ছেদ-১২৮(১) অনুযায়ী বাংলাদেশের মহা হিসাব নিরীক্ষক ও নিয়ন্ত্রক প্রজাতন্ত্রের সরকারি হিসাবসমূহ এবং সকল আদালত, সরকারি কর্তৃপক্ষ ও কর্মচারীর হিসাব নিরীক্ষা করার জন্য ক্ষমতাপ্রাপ্ত। তাছাড়া, দি কম্পট্রোলার এন্ড অডিটর জেনারেল (এ্যাডিশনাল ফাংশন্স) এ্যাক্ট, ১৯৭৪ এর ধারা-৫ অনুযায়ী সকল Statutory Public Authority ও Local Authority এর হিসাবও নিরীক্ষা করার জন্য বাংলাদেশের মহা হিসাব নিরীক্ষক ও নিয়ন্ত্রক ক্ষমতাপ্রাপ্ত।

২। বেসামরিক বিমান পরিবহন ও পর্যটন মন্ত্রণালয় এর নিয়ন্ত্রণাধীন সিভিল এভিয়েশন অথরিটি অব বাংলাদেশ এর ২০১৩-২০১৪ অর্থবছরের আর্থিক কার্যক্রমের ওপর পূর্ত অডিট অধিদপ্তর কর্তৃক নমুনামূলক যাচাইয়ের মাধ্যমে নিরীক্ষাপূর্বক এ প্রতিবেদন প্রণয়ন করা হয়েছে। সরকারি সম্পদ ও অর্থ ব্যবহারের ক্ষেত্রে চিহ্নিত গুরুত্বপূর্ণ অনিয়মসমূহ সংশ্লিষ্ট অংশীজনের নজরে আনয়ন করাই এ নিরীক্ষার মূল উদ্দেশ্য।

৩। নিরীক্ষিত প্রতিষ্ঠানের অভ্যন্তরীণ নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা শক্তিশালীকরণ, সরকারি অর্থ আদায়ে/ ব্যয়ে প্রচলিত বিধি-বিধান পরিপালন, একই ধরনের অনিয়মের পুনরাবৃত্তি না ঘটানো ও পূর্ববর্তী নিরীক্ষার সুপারিশসমূহ বাস্তবায়ন না করা বিষয়ে কর্তৃপক্ষের মনোনিবেশ করার প্রয়োজনীয়তা এই প্রতিবেদনে প্রতিফলিত হয়েছে।

৪। এ প্রতিবেদনে অন্তর্ভুক্ত ১৩টি অনুচ্ছেদে বর্ণিত অনিয়মসমূহ অফিস প্রধানসহ সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়/ বিভাগের মূখ্য হিসাবদানকারী কর্মকর্তা বরাবর উপস্থাপন করা হয়েছে এবং তাঁদের লিখিত জবাব বিবেচনাপূর্বক এ প্রতিবেদন চূড়ান্ত করা হয়েছে।

৫। এ নিরীক্ষা সম্পাদন ও প্রতিবেদন প্রণয়নে বাংলাদেশের মহা হিসাব নিরীক্ষক ও নিয়ন্ত্রক কর্তৃক জারীকৃত Government Auditing Standards অনুসরণ করা হয়েছে।

৬। জাতীয় সংসদে উপস্থাপনের লক্ষ্যে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধানের অনুচ্ছেদ-১৩২ এবং দি কম্পট্রোলার এন্ড অডিটর জেনারেল (এ্যাডিশনাল ফাংশন্স) এ্যাক্ট, ১৯৭৪ এর ধারা-৫(১) অনুযায়ী এ নিরীক্ষা প্রতিবেদন মহামান্য রাষ্ট্রপতির নিকট পেশ করা হলো।

.....................................বঙ্গাব্দ
তারিখ ঃ ----------------------------------।
.... খ্রিষ্টাব্দ

(মোহাম্মদ মুসলিম চৌধুরী)
কম্পট্রোলার এন্ড অডিটর জেনারেল
বাংলাদেশ

Abbreviations & Glossary

- C A A B : Civil Aviation Authority of Bangladesh.
- H Q : Head Quarter.
- H S I A : Hazrat Shahjalal International Airport.
- S A I A : Shah Amanat International Airport.
- O I A : Osmani International Airport.
- C A : Cox's Bazar Airport.
- C E M S U : Central Engineering Maintenance and Store Unit.

প্রথম অধ্যায়

(অডিট অনুচ্ছেদের সার-সংক্ষেপ ও ম্যানেজমেন্ট ইস্যু)

অডিট অনুচ্ছেদের সার-সংক্ষেপ

অনুচ্ছেদ নম্বর	আপত্তির শিরোনাম	জড়িত টাকা	পৃষ্ঠা নং
০১	ওভারফ্লাইং চার্জ আদায় না হওয়ায় ক্ষতি।	৭৭,৩১,২৮,৭৩৩	১১
০২	ল্যান্ডিং চার্জ বাবদ বকেয়া আদায় না করায় ক্ষতি।	৩৬৫,৮৩,৩৩,২০৮	১২-১৩
০৩	রুট নেভিগেশন, ল্যান্ডিং চার্জ এবং সিকিউরিটি চার্জ মওকুফ করায় ক্ষতি।	৬১,২৭,০৭২	১৪-১৫
০৪	বোর্ডিং ব্রিজ চার্জ বাবদ বকেয়া।	৫৮,৬৪,৪৬,৫৪১	১৬
০৫	এপ্রোনে অবস্থান করা সত্ত্বেও পার্কিং চার্জ আদায় করা হয়নি।	০০	১৭
০৬	কমহারে এম্বারকেশন ফি আদায় করায় ক্ষতি।	১,৭১,৯৩,৪০১	১৮
০৭	বিভিন্ন এয়ারলাইন্সের নিকট এম্বারকেশন ফি বাবদ অনাদায়ী।	১২,৭৯,৭৫,৫৮৫	১৯
০৮	দীর্ঘ মেয়াদী লিজ রেন্ট বকেয়া এবং জমি ও দোকান হতে ভাড়া আদায় না করায় ক্ষতি।	৩৭,১০,৯৩২	২০
০৯	রেন্ট এবং ইউটিলিটিজ বাবদ বকেয়া থাকায় ক্ষতি।	৯,২৪,০৯,০৫৯	২১
১০	দোকান ও অফিস হতে বিদ্যুৎ বিল পুনঃর্ভরণ না করায় বকেয়া।	৪,৮২,৫১,৭৩৫	২২
১১	আর্থিক ক্ষমতার অতিরিক্ত টাকা অনিয়মিতভাবে অবলোপন।	৫১,৪৭,১৩৯	২৩
১২	লাঞ্চ ভাতা বাবদ অনিয়মিত ব্যয়।	৯,৬৯,৮৬,৯৪৮	২৪-২৫
১৩	উৎসে আয়কর ও ভ্যাট কর্তন না করায় সরকারের রাজস্ব ক্ষতি।	৭,৬২,৭২,৭৩৬	২৬-২৮
	সর্বমোট =	**৫৪৯,১৯,৮৩,০৮৯**	

অডিট বিষয়ক তথ্যঃ

নিরীক্ষা অর্থ বছর	ঃ	**২০১৩-২০১৪**
নিরীক্ষিত প্রতিষ্ঠান	ঃ	• হেড কোয়ার্টার • হযরত শাহজালাল আন্তর্জাতিক বিমান বন্দর • শাহ আমানত আন্তর্জাতিক বিমান বন্দর • ওসমানী আন্তর্জাতিক বিমান বন্দর • কক্সবাজার বিমান বন্দর • সেন্ট্রাল ইঞ্জিনিয়ারিং, মেইনটেনেন্স ও স্টোর ইউনিট
নিরীক্ষার প্রকৃতি	ঃ	কমপ্লায়েন্স অডিট
নিরীক্ষার সময়	ঃ	১২-০২-২০১৫ হতে ১৩-০৪-২০১৫ খ্রিঃ পর্যন্ত
নিরীক্ষা পদ্ধতি	ঃ	স্থানীয়ভাবে যাচাই ও বিশ্লেষণ
অডিট রিপোর্ট প্রণয়নে সার্বিক তত্ত্বাবধান	ঃ	জনাব খান মোঃ ফেরদাউসুর রহমান মহাপরিচালক, পূর্ত অডিট অধিদপ্তর, ঢাকা।

ম্যানেজমেন্ট ইস্যুঃ

- **কার্যকর অভ্যন্তরীন নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা না থাকায় ঃ**
    - o ওভারফ্লাইং চার্জ, ল্যান্ডিং চার্জ, বোর্ডিং চার্জ এবং এম্বারকেশন ফি যথাসময়ে আদায় করা হয়নি।
    - o সিএএবি, ল্যান্ডিং চার্জ সংক্রান্ত রুল প্রতিপালন করেনি এমন এয়ারলাইন্স্ এর বিরুদ্ধে কোন ব্যবস্থা গ্রহণ করেনি।
    - o অননুমোদিতভাবে ও অনিয়মিতভাবে রুট নেভিগেশন, ল্যান্ডিং চার্জ এবং সিকিউরিটি চার্জ মওকুফ করা হয়েছে।
    - o এয়ারলাইন্স্ কর্তৃক পুনঃভরণ বিল ও এম্বারকেশন ফি ইমিগ্রেশন কর্তৃপক্ষের সাথে ক্রস যাচাই নিশ্চিত করা হয়নি।
    - o অনিয়মের জন্য দায়ী কর্তৃপক্ষের বিরুদ্ধে যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়নি।
    - o সময়মত লিজ রেন্ট এবং অপারগতার ক্ষেত্রে ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়নি।
    - o সঠিক সুদ গণনা করা হয়নি।
- **দূর্বল অভ্যন্তরীণ নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থার কারণে ঃ**
    - o সিএএবি, রানওয়ে ফ্রিকশন মেজারমেন্ট ভেহিকেল বিলম্বে সরবরাহ করলেও লিক্যুইডেটেড ড্যামেজ আদায় করতে পারেনি।
    - o পুনর্ভরণকৃত বিদ্যুৎ বিল যথাসময়ে আদায় করা হয়নি।
    - o বোর্ড কর্তৃক অনিয়মিতভাবে আর্থিক ক্ষমতার অতিরিক্ত আত্মসাৎকৃত অর্থ অবলোপন করা হয়েছে।
    - o অর্থ মন্ত্রণালয়ের অনুমোদন ছাড়াই লাঞ্চ ভাতা প্রদান করা হয়েছে।
    - o সিএএবি, এআরএফএফ ক্রয়ে সঠিক পদ্ধতি অনুসরণ করেনি। পিপিআর-২০০৮ এর লঙ্ঘনের ফলে উক্ত অনিয়ম সংঘটিত হয়েছে।
- পিপিআর-২০০৮ এর ব্যত্যয় ঘটানোর মাধ্যমে অনিয়মিত ব্যয় সংঘটিত করা হয়েছে।

অনিয়ম ও ৰতিসমূহের কারণ ঃ

- বিভিন্ন এয়ারলাইনস এর নিকট পাওনা অর্থ যথাসময়ে আদায়ে কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণ না করা।
- অনিয়মিতভাবে রুট নেভিগেশন, ল্যান্ডিং চার্জ এবং সিকিউরিটি চার্জ মওকুফ করা।
- দীর্ঘ মেয়াদী লিজ রেন্ট বকেয়া এবং জমি ও দোকান হতে ভাড়া আদায় না করা এবং কম হারে সুদ ধার্য করা।
- বিলম্বে রানওয়ে ফ্রিকশন মেজারমেন্ট ভেহিকেল সরবরাহ করা হলেও লিক্যুইডেটেড ড্যামেজ আদায় না করা।
- অর্থ মন্ত্রণালয়ের অনুমোদন ব্যতীত লাঞ্চ ভাতা বাবদ অনিয়মিত ব্যয়।
- পিপিআর-২০০৮ লঙ্ঘন করে ঠিকাদারের আর্থিক যোগ্যতা শিথিল করার মাধ্যমে অনিয়মিত ব্যয়।
- উৎসে আয়কর ও ভ্যাট কর্তন পূর্বক সরকারি কোষাগারে জমা প্রদান না করা।

অডিটের সুপারিশ ঃ

- সিভিল এভিয়েশন অথরিটি কর্তৃক কার্যকরী অভ্যন্তরীণ নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা জোরদার করা প্রয়োজন।
- বিভিন্ন এয়ারলাইন্স্ এর নিকট পাওনা অর্থ যথাসময়ে আদায়ে কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণ করা প্রয়োজন।
- সময়মত লিজ রেন্ট এবং অপারগতার ক্ষেত্রে জরিমানা আদায় নিশ্চিত করা প্রয়োজন।
- আদর্শ দরপত্র দলিল মোতাবেক বিলম্বে সরবরাহের কারণে লিক্যুইডেটেড ড্যামেজ ধার্য এবং আদায় নিশ্চিত করা প্রয়োজন।
- ক্রয়ের ক্ষেত্রে পিপিআর-২০০৮ এর বিধিসমূহ অনুসরণ নিশ্চিত করতে হবে ।
- সঠিকভাবে আয়কর ও মূসক কর্তনপূর্বক সরকারি কোষাগারে জমা প্রদান নিশ্চিত করতে হবে।

দ্বিতীয় অধ্যায়

(অডিট অনুচ্ছেদসমূহ)

অনুচ্ছেদ নং-০১

শিরোনাম ঃ ওভারফ্লাইং চার্জ আদায় না হওয়ায় ক্ষতি মার্কিন ডলার ৯৭,৫৩,৩৪৮ যা দেশীয় মুদ্রায় ৭৭,৩১,২৮,৭৩৩ টাকা।

বিবরণঃ

- পরিচালক, হযরত শাহজালাল আন্তর্জাতিক বিমান বন্দর, কুর্মিটোলা, ঢাকা কার্যালয়ের ২০১৩-২০১৪ অর্থ বছরের হিসাব স্থানীয়ভাবে নিরীক্ষা করা হয়।
- নিরীক্ষায় দেখা যায় যে, ২০১৩-২০১৪ অর্থ বছরের প্রারম্ভে ওভার ফ্লাইং চার্জ বাবদ ৫৯টি এয়ারলাইন্স্ এর নিকট হযরত শাহজালাল আন্তর্জাতিক বিমান বন্দরের মোট পাওনা ছিল মার্কিন ডলার ৭৩,৩৬,০৬২.৯৫। ২০১৩-২০১৪ অর্থ বছরের ৭৫টি এয়ারলাইন্স্ এর ওভার ফ্লাইং চার্জ বাবদ পাওনা ছিল মার্কিন ডলার ৩,৮৭,২৩,৬২৯.০২। বছর শেষে মোট পাওনার পরিমাণ দাঁড়ায় মার্কিন ডলার ৩,২২,৯৮,২৫৫। চলতি অর্থ বছরে বেসামরিক বিমান চলাচল কর্তৃপক্ষ বাংলাদেশ (সিএএবি) আদায় করে মাত্র মার্কিন ডলার ১,৫৫,৫৯,৮৪২। নিরীক্ষায় দেখা যায় যে, সিভিল এভিয়েশন অথরিটি ২৯টি এয়ারলাইন্স্ এর নিকট হতে পাওনা অর্থ আদায় করতে সম্পূর্ণভাবে ব্যর্থ হয়েছে। ৫৩টি এয়ারলাইন্স্ এর নিকট হতে চলতি অর্থ বছরের সমুদয় পাওনা হতে সিএএবি আংশিক আদায় করতে ব্যর্থ হওয়ায় বকেয়া পাওনার পরিমাণ ক্রমান্বয়ে বৃদ্ধি পেয়েছে। উল্লেখ্য, দীর্ঘদিন ধরে ২৯টি এয়ারলাইন্স্ এর নিকট পাওনা মার্কিন ডলার ৪৬,১০,৫১৪ বকেয়া রয়েছে। ফলশ্রুতিতে সিএএবি ওভার ফ্লাইং চার্জ আদায়ে কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহণ করতে ব্যর্থ হওয়ায় মোট ৮২ টি এয়ারলাইন্স এর নিকট ২০১৩-২০১৪ অর্থ বছরে সমাপণী মোট বকেয়ার পরিমাণ মার্কিন ডলার ৯৭,৫৩,৩৪৮ যা বাংলাদেশী মুদ্রায় ৭৭,৩১,২৮,৭৩৩ টাকা **[বিস্তারিত পরিশিষ্ট-০১ তে দেখানো হলো]**।

অনিয়মের কারণ ঃ

- জেনারেল ফাইনান্সিয়াল রুলস্-০৮ মোতাবেক সরকার কর্তৃক জারীকৃত সার্বজনীন কিংবা বিশেষ নির্দেশাবলী সাপেক্ষে সরকারের পাওনা সঠিকভাবে এবং দ্রুততার সাথে নির্ধারণ, সংগ্রহ এবং ব্যাংকে জমা প্রদান করতে হবে। অধিকন্তু, জেনারেল ফাইনান্সিয়াল রুলস্-৩০ মোতাবেক পর্যাপ্ত কারণ ব্যতীত সরকারের কোন পাওনা বকেয়া রাখা যাবে না। কিন্তু কার্যকর অভ্যন্তরীন নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা না থাকায় ওভারফ্লাইং চার্জ যথাসময়ে আদায় করা হয়নি।

ফলাফল ঃ

- অনাদায়ী ওভারফ্লাইং চার্জ সিভিল এভিয়েশন অথরিটির নগদ অর্থের প্রবাহ বৃদ্ধিকে বাধাগ্রস্থ করেছে।

অডিটি প্রতিষ্ঠানের জবাব ঃ

- অডিটি প্রতিষ্ঠানের জবাবে বলা হয়েছে যে, প্রকৃত বকেয়া ৯৬,৬১,৩৫৫/৯৫ মার্কিন ডলারের মধ্যে ৫২,৫৬,৩৩৮ মার্কিন ডলার আদায় করা হয়েছে। অবশিষ্ট ৪৪,০৫,০১৭/৯৫ মার্কিন ডলার আদায়ের জন্য বিভিন্ন দেশের পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় ও প্রশাসনিক মন্ত্রণালয়ে পত্র প্রেরণ করা হয়েছে। বকেয়া আদায় হলে অডিটকে অবহিত করা হবে।

নিরীক্ষা মন্তব্য ঃ

- জবাব স্বীকৃতিমূলক। দীর্ঘদিন যাবৎ বকেয়া পাওনা টাকা আদায় করার ক্ষেত্রে কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণ না করায় সিভিল এভিয়েশন অথরিটি তথা সরকার রাজস্ব আয় থেকে বঞ্চিত হয়েছে।
- উক্ত অনিয়মের বিষয়ে ২৮-০৫-২০১৫ খ্রিঃ তারিখে সচিব বরাবর অগ্রিম অনুচ্ছেদ জারি করা হয়। পরবর্তীতে ২৬-০৭-২০১৫ খ্রিঃ তারিখে তাগিদপত্র দেয়া হয় এবং সর্বশেষ ব্যবস্থা হিসেবে ০৮-১১-২০১৫ খ্রিঃ তারিখে সচিব বরাবর আধা সরকারি পত্র জারি করা হয়। অদ্যাবধি সন্তোষজনক কোন জবাব পাওয়া যায়নি।

নিরীক্ষার সুপারিশ ঃ

- সিভিল এভিয়েশন অথরিটি কর্তৃক কার্যকরী অভ্যন্তরীণ নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা জোরদার করা উচিৎ, যাতে বিভিন্ন এয়ারলাইন্স্ এর নিকট পাওনা অর্থ যথাসময়ে আদায় করা যায়।
- আপত্তিকৃত অনাদায়ী অর্থ আদায় করে সরকারি কোষাগারে জমাপূর্বক নিরীক্ষাকে অবহিত করা আবশ্যক।

অনুচ্ছেদ নং-০২

শিরোনাম ঃ ল্যান্ডিং চার্জ বাবদ বকেয়া ৩৬৫,৮৩,৩৩,২০৮ টাকা আদায় না করায় ৰতি।

বিবরণ t

- বেসামরিক বিমান চলাচল কর্তৃপক্ষের আওতাধীন ৪(চার)টি বিমান বন্দরের ২০১১-২০১২ হতে ২০১৩-২০১৪ পর্যন্ত অর্থ বছরের হিসাব স্থানীয়ভাবে নিরীক্ষা করা হয়।

- নিরীক্ষায় দেখা যায় যে, ২০১৩-২০১৪ অর্থ বছরের প্রারম্ভে ল্যান্ডিং চার্জ বাবদ ৭টি এয়ারলাইনস্ এর নিকট হযরত শাহজালাল আন্তর্জাতিক বিমান বন্দরের মোট পাওনা মার্কিন ডলার ২,৮৮,৭৩,২৯৯। যার মধ্যে বিমান বাংলাদেশ এয়ারলাইন্স্ এর নিকট পাওনা বেসামরিক বিমান চলাচল কর্তৃপক্ষ, বাংলাদেশ (সিএএবি)এর পাওনা মার্কিন ডলার ২,১৮,৬০,৩৬৮, ইউনাইটেড এয়ার এর নিকট পাওনা মার্কিন ডলার ২৪,২২,৬৭০ এবং জিএমজি এর নিকট পাওনা মার্কিন ডলার ৪৫,৪১,৪১৯। ২০১৩-২০১৪ অর্থ বছরের ৩৯টি এয়ারলাইন্স্ এর ল্যান্ডিং চার্জ বাবদ পাওনা ছিল মার্কিন ডলার ৪,১৫,৮৯,১৬০। চলতি বছরে সিএএবি কর্তৃক আদায়কৃত অর্থের পরিমাণ মার্কিন ডলার ৩,৫১,২০,৭২৭ দেশীয় মুদ্রায় ২৭২,৫৩,৬৮,৪৬০ টাকা। বছর শেষে মোট পাওনার পরিমাণ দাঁড়ায় মার্কিন ডলার ৩,৫৩,৪১,৭৩১ যা দেশীয় মুদ্রায় ২৭৩,৬৭,৪৩,৭৩৬ টাকা। যার মধ্যে বিমান বাংলাদেশ এয়ারলাইন্স্ এর নিকট পাওনা মার্কিন ডলার ২,৪৩,৮৬,২১৬। ইউনাইটেড এয়ারওয়েজ এবং জিএমজি ল্যান্ডিং চার্জ বাবদ কোন অর্থ পরিশোধ করেনি **[বিস্তারিত পরিশিষ্ট-০২(১) তে দেখানো হলো]**।

- নিরীক্ষায় দেখা যায় যে, ২০১৩-২০১৪ অর্থ বছরের প্রারম্ভে ল্যান্ডিং চার্জ বাবদ ১৮টি এয়ারলাইন্স্ এর নিকট শাহ আমানত আন্তর্জাতিক বিমান বন্দরের মোট পাওনার পরিমাণ ছিল ৪১,৮৩,২০,৫৬১ টাকা। যার মধ্যে অভ্যন্তরীণ ল্যান্ডিং চার্জ ৬,৫৩,৬৪,২৪৫.০০ টাকা এবং আন্তর্জাতিক ল্যান্ডিং চার্জ ৩৫,২৯,৫৬,৩১৬.০০ টাকা। এ বকেয়ার অধিকাংশ বিমান বাংলাদেশ এয়ারলাইন্স্ এবং ইউনাইটেড এয়ারওয়েজ এর নিকট পাওনা। ২০১৩-২০১৪ অর্থ বছরে ল্যান্ডিং চার্জ বাবদ পাওনার পরিমাণ ছিল ৩৩,০৯,৩২,৬৪১ টাকা। বর্ণিত সময়ে সিএএবি এর ৬টি এয়ারলাইন্সের কাছ থেকে আদায়ের পরিমাণ ছিল ৩,৭৮,৩৯,৩৯২ টাকা এবং বছর শেষে বকেয়ার পরিমাণ ছিল ৭১,১৮,৫৫,৯৭৫.০০ টাকা। এর মধ্যে বিমান বাংলাদেশ এয়ারলাইন্স্ এর নিকট সিএএবি'র পাওনার পরিমাণ ছিল ৪১,৮৩,২০,৫৬১ টাকা। পক্ষান্তরে ইউনাইটেড এয়ার ও জিএমজি এয়ারলাইন্স্ কোন ল্যান্ডিং চার্জই পরিশোধ করেনি **[বিস্তারিত পরিশিষ্ট-০২(২) তে দেখানো হলো]** ।

- নিরীক্ষায় দেখা যায় যে, ২০১৩-২০১৪ অর্থ বছরের প্রারম্ভে ল্যান্ডিং চার্জ বাবদ ৫টি এয়ারলাইন্স্ এর নিকট ওসমানী আন্তর্জাতিক বিমান বন্দরের মোট পাওনার পরিমাণ ছিল ৮,৪০,৭১,৫৪১ টাকা। যার মধ্যে অভ্যন্তরীণ ল্যান্ডিং চার্জ ৩৩,৫৬,৭২৯ টাকা এবং আন্তর্জাতিক ল্যান্ডিং চার্জ ৮,০৭,১৪,৮১২ টাকা। বকেয়ার অধিকাংশ বিমান বাংলাদেশ এয়ারলাইন্স্ এবং ইউনাইটেড এয়ারওয়েজ এর নিকট পাওনা। চলতি বছরে ৩টি এয়ারলাইন্স্এর নিকট প্রাপ্য ছিল ১২,১৭,৩১,৭৯০ টাকা। ওসমানী আন্তর্জাতিক বিমান বন্দর কর্তৃক চলতি অর্থ বছর কোন অর্থ আদায় করা হয়নি। বছর শেষে মোট পাওনার পরিমাণ দাঁড়ায় ২০,৯১,৩৬,৫২৩ টাকা। যার মধ্যে বিমান বাংলাদেশ এয়ারলাইন্স্ এর নিকট পাওনা ২০,২৪,৪৬,৬০২ টাকা। পক্ষান্তরে ইউনাইটেড এয়ারওয়েজ এবং জিএমজি এয়ারলাইন্স্ ল্যান্ডিং চার্জ বাবদ কোন অর্থ পরিশোধ করেনি [**বিস্তারিত পরিশিষ্ট-০২(৩) তে দেখানো হলো**]।

- নিরীক্ষায় দেখা যায় যে, ২০১১-২০১২ হতে ২০১৩-২০১৪ অর্থ বছরের প্রারম্ভে ল্যান্ডিং চার্জ বাবদ রিজেন্ট এয়ারওয়েজ এর নিকট কক্সবাজার বিমান বন্দরের কোন বকেয়া ছিল না। চলতি ২০১৩-২০১৪ অর্থ বছরে রিজেন্ট এয়ারওয়েজ এর নিকট ল্যান্ডিং চার্জ বাবদ প্রাপ্য ছিল ১৪,৭১,২৩৪ টাকা, যার মধ্যে ৮,৭৪,৩০০ টাকা আদায় করা হয়েছে। বছর শেষে রিজেন্ট এয়ারওয়েজ এর নিকট মোট পাওনার পরিমাণ দাঁড়ায় ৫,৯৬,৯৭৪ টাকা **[বিস্তারিত পরিশিষ্ট-০২(৪) তে দেখানো হলো]**।

- বর্ণিত বিষয়ে সর্বমোট ক্ষতির পরিমাণ (২৭৩,৬৭,৪৩,৭৩৬+৭১,১৮,৫৫,৯৭৫+২০,৯১,৩৬,৫২৩+ ৫,৯৬,৯৭৪) = ৩৬৫,৮৩,৩৩,২০৮ টাকা।

অনিয়মের কারণ ঃ

- জেনারেল ফাইনান্সিয়াল রুলস্-০৮ মোতাবেক সরকার কর্তৃক জারীকৃত সার্বজনীন কিংবা বিশেষ নির্দেশাবলী সাপেক্ষে সরকারের পাওনা সঠিকভাবে এবং দ্রুততার সাথে নির্ধারণ, সংগ্রহ এবং ব্যাংকে জমা প্রদান করতে হবে। অধিকন্তু, জেনারেল ফাইনান্সিয়াল রুলস্-৩০ মোতাবেক পর্যাপ্ত কারণ ব্যতীত সরকারের কোন পাওনা বকেয়া রাখা যাবে না।

- সিভিল এভিয়েশন রুলস্-১৯৮৪ (সংশোধিত), ২০১৩ সংক্রান্ত গেজেট নটিফিকেশন এ উল্লেখ করা হয় যে, ল্যান্ডিং চার্জ ধার্য করতে হবে সর্বোচ্চ টেকঅফ ওজনের উপর যার ভিত্তি হবে Air Worthiness সার্টিফিকেট। প্রকৃতপক্ষে সর্বোচ্চ টেকঅফ ওজন ল্যান্ডিং চার্জ ধার্যের ভিত্তি। এয়ারক্রাফটের উৎপাদনকারী কর্তৃক প্রদানকৃত সার্টিফিকেট হচ্ছে সর্বোচ্চ টেকঅফ ওজনের নির্ভরযোগ্য দলিল। কিন্তু কার্যকর অভ্যন্তরীন নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা না থাকায় ল্যান্ডিং চার্জ যথাসময়ে আদায় করা হয়নি।

ফলাফল ঃ

- অনাদায়ী ল্যান্ডিং চার্জ সিভিল এভিয়েশন অথরিটির নগদ অর্থের প্রবাহ বৃদ্ধি বাধাগ্রস্থ করেছে।

অডিটি প্রতিষ্ঠানের জবাব ঃ

- তাৎক্ষনিকভাবে কোন জবাব প্রদান করা হয়নি।

নিরীৰা মন্তব্য ঃ

- জবাব প্রদান না করে দায়িত্ব এড়ানো হয়েছে।
- উক্ত অনিয়মের বিষয়ে ২৮-০৫-২০১৫ খ্রিঃ তারিখে সচিব বরাবর অগ্রিম অনুচ্ছেদ জারি করা হয়। পরবর্তীতে ২৬-০৭-২০১৫ খ্রিঃ তারিখে তাগিদপত্র দেয়া হয় এবং সর্বশেষ ব্যবস্থা হিসেবে ০৮-১১-২০১৫ খ্রিঃ তারিখে সচিব বরাবর আধা সরকারি পত্র জারি করা হয়। অদ্যাবধি কোন জবাব পাওয়া যায়নি।

নিরীৰার সুপারিশ ঃ

- সিভিল এভিয়েশন অথরিটি কর্তৃক কার্যকরী অভ্যন্তরীণ নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা জোরদার করা উচিৎ, যাতে এয়ারলাইন্স্ এর নিকট হতে রুলস্ মোতাবেক ল্যান্ডিং চার্জ ধার্য এবং আদায় করা যায়।
- অনাদায়কৃত সরকারি রাজস্ব দায়ী ব্যক্তি/ব্যক্তিবর্গের নিকট হতে আদায়পূর্বক নিরীক্ষাকে অবহিত করা আবশ্যক।

অনুচ্ছেদ নং ঃ ০৩

শিরোনাম ঃ রুট নেভিগেশন, ল্যান্ডিং চার্জ এবং সিকিউরিটি চার্জ মওকুফ করায় ক্ষতি ৬১,২৭,০৭২ টাকা।

বিবরণ ঃ

- পরিচালক, হযরত শাহজালাল আন্তর্জাতিক বিমান বন্দর, কুর্মিটোলা ঢাকা, ব্যবস্থাপক, ওসমানী আন্তর্জাতিক বিমান বন্দর, সিলেট এবং ব্যবস্থাপক, কক্সবাজার বিমান বন্দর কার্যালয়ের ২০১৩-২০১৪ অর্থ বছরের হিসাব স্থানীয়ভাবে নিরীক্ষা করা হয়।

- পরিচালক, হযরত শাহজালাল আন্তর্জাতিক বিমান বন্দর, কুর্মিটোলা, ঢাকা কার্যালয় অর্থ মন্ত্রণালয়ের অনুমোদন ব্যতিরেকে ইউনাইটেড এয়ারওয়েজকে তিন বছরের জন্য রুট নেভিগেশন, ল্যান্ডিং চার্জ এবং সিকিউরিটি চার্জ মওকুফ করেছে। ২০১৩-২০১৪ অর্থ বছরে এ সংক্রান্ত অর্থের পরিমাণ ছিল ৪২,০৯,২৩৫ টাকা [বিস্তারিত পরিশিষ্ট-০৩(১) তে দেখানো হলো]।

- ব্যবস্থাপক, ওসমানী আন্তর্জাতিক বিমান বন্দর, সিলেট কার্যালয় অর্থ মন্ত্রণালয়ের অনুমোদন ব্যতিরেকে ইউনাইটেড এয়ারওয়েজকে তিন বছরের জন্য রুট নেভিগেশন, ল্যান্ডিং চার্জ এবং সিকিউরিটি চার্জ মওকুফ করেছে। ২০১৩-২০১৪ অর্থ বছরে এ সংক্রান্ত অর্থের পরিমাণ ছিল ৭,৯৩,০৪৯ টাকা **[বিস্তারিত পরিশিষ্ট-০৩(২) তে দেখানো হলো]**।

- ব্যবস্থাপক, কক্সবাজার বিমান বন্দর অর্থ মন্ত্রণালয়ের অনুমোদন ব্যতিরেকে ইউনাইটেড এয়ারওয়েজকে তিন বছরের জন্য রুট নেভিগেশন, ল্যান্ডিং চার্জ এবং সিকিউরিটি চার্জ মওকুফ করেছে। ২০১৩-২০১৪ অর্থ বছরে এ সংক্রান্ত অর্থের পরিমাণ ছিল ১১,২৪,৭৮৮ টাকা **[বিস্তারিত পরিশিষ্ট-০৩(৩) তে দেখানো হলো]**।

- বর্ণিত বিষয়ে সর্বমোট ক্ষতির পরিমাণ (৪২,০৯,২৩৫+৭,৯৩,০৪৯+১১,২৪,৭৮৮) = ৬১,২৭,০৭২ টাকা।

অনিয়মের কারণ ঃ

- অর্থ মন্ত্রণালয়ের আর্থিক ক্ষমতা অর্পন বিধিমালা সংক্রান্ত স্মারক নং অম/অবি/ব্যঃনিঃ-১/ডিপি/২০০০/১২, তারিখ ০৩-০২-২০০৫ তে উল্লেখ করা হয়েছে যে, সরকারি রাজস্বের যে কোন ধরনের মওকুফ অর্থ মন্ত্রণালয়ের অর্থ বিভাগে প্রেরণ করতে হবে (তালিকার ক্রমিক নং -২৬)।

- অধিকন্তু, সিএএবি কর্তৃক জারিকৃত আর্থিক ক্ষমতা বিধিতেও বলা আছে, কোন প্রকার আয় মওকুফের ক্ষেত্রে সরকারের প্রচলিত বিধি অনুসরণ করতে হবে।

- রুট নেভিগেশন, ল্যান্ডিং চার্জ এবং সিকিউরিটি চার্জ মওকুফের ক্ষেত্রে বেসামরিক বিমান চলাচল কর্তৃপক্ষ উল্লিখিত বিধি লংঘন করেছে। কিন্তু কার্যকর অভ্যন্তরীণ নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা না থাকায় অননুমোদিতভাবে ও অনিয়মিতভাবে রুট নেভিগেশন, ল্যান্ডিং চার্জ এবং সিকিউরিটি চার্জ মওকুফ করা হয়েছে।

ফলাফল ঃ

- সরকারের বিধি লঙ্ঘন করায় সিএএবি'র রাজস্ব আয় কমেছে।

অডিটি প্রতিষ্ঠানের জবাব ঃ

- ব্যবস্থাপক, শাহ আমানত আন্তর্জাতিক বিমান বন্দর, চট্টগ্রামের জবাবে বলা হয়েছে যে, বেসামরিক বিমান পরিবহন ও পর্যটন মন্ত্রণালয়ের প্রেরিত নির্দেশনার আলোকে ইউনাইটেড এয়ারওয়েজের অভ্যন্তরীণ রুটে নেভিগেশন, ল্যান্ডিং ও নিরাপত্তা চার্জ ২৪-০৬-২০১৩ খ্রিঃ তারিখে পরবর্তী তিন বছরের জন্য মওকুফ করা হয়েছে। অবশিষ্ট দুটি প্রতিষ্ঠান যথা ঃ ওসমানী আন্তর্জাতিক বিমানবন্দর, সিলেট ও কক্সবাজার বিমানবন্দরের জবাব অদ্যাবধি পাওয়া যায়নি।

নিরীক্ষা মন্তব্য

- জবাব গ্রহণযোগ্য বিবেচিত হয়নি। কারণ সরকারি রাজস্বের যে কোন ধরনের মওকুফের ক্ষেত্রে অর্থ মন্ত্রণালয়ের অনুমোদন গ্রহণ করা প্রয়োজন। এক্ষেত্রে তা প্রতিপালিত হয়নি।

- উক্ত অনিয়মের বিষয়ে ২৮-০৫-২০১৫ খ্রিঃ তারিখে সচিব বরাবর অগ্রিম অনুচ্ছেদ জারি করা হয়। পরবর্তীতে ২৬-০৭-২০১৫ খ্রিঃ তারিখে তাগিদপত্র দেয়া হয় এবং সর্বশেষ ব্যবস্থা হিসেবে ০৮-১১-২০১৫ খ্রিঃ তারিখে সচিব বরাবর আধা সরকারি পত্র জারি করা হয়। অদ্যাবধি সন্তোষজনক কোন জবাব পাওয়া যায়নি।

নিরীৰার সুপারিশ ঃ

- সিভিল এভিয়েশন অথরিটি কর্তৃক কার্যকরী অভ্যন্তরীণ নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা জোরদার করা উচিৎ, যাতে কোন রাজস্ব আয় মওকুফের ক্ষেত্রে অর্থ মন্ত্রণালয়ের অনুমোদন নেওয়া হয়।
- অনিয়মিতভাবে মওকুফকৃত টাকা দায়ী ব্যক্তিবর্গের নিকট হতে আদায় করে প্রমাণ সহ অডিট কার্যালয়কে অবহিত করা আবশ্যক।

অনুচ্ছেদ নং ঃ ০৪

শিরোনাম ঃ বোর্ডিং ব্রিজ চার্জ বাবদ বকেয়া মার্কিন ডলার ৭৫,৭৫,৯৩০ যা দেশীয় মুদ্রায় ৫৮,৬৪,৪৬,৫৪১ টাকা।

বিবরণ ঃ

- নিরীক্ষায় দেখা যায় যে, পরিচালক, হযরত শাহজালাল আন্তর্জাতিক বিমান বন্দর এর বোর্ডিং ব্রীজ চার্জ বাবদ দীর্ঘদিনের বকেয়া মার্কিন ডলার ৭৫,৭৫,৯৩০ দেশীয় মুদ্রায় ৫৮,৬৪,৪৬,৫৪১ টাকা আদায় করতে পারেনি।

- ২০১৩-২০১৪ অর্থ বছরের প্রারম্ভে বোর্ডিং ব্রীজ চার্জ বাবদ ৪টি এয়ারলাইন্স্ এর নিকট হযরত শাহজালাল আন্তর্জাতিক বিমান বন্দরের মোট পাওনা ছিল মার্কিন ডলার ৭২,২৮,১৩৬। যার মধ্যে বিমান বাংলাদেশ এয়ারলাইন্স্ এর নিকট পাওনা মার্কিন ডলার ৬৮,৩৫,৫৪৯, জিএমজি এর পাওনা মার্কিন ডলার ৭৬,৯১৫, এবং সাউদিয়া এয়ারলাইন্স্ এর নিকট পাওনা মার্কিন ডলার ৩,১৫,৬৭২। চলতি অর্থ বছর ২০১৩-২০১৪ এ ২৭টি এয়ারলাইন্স্ এর নিকট মোট প্রাপ্য ছিল মার্কিন ডলার ৪১,১০,৭৪০। চলতি বছরে আদায় হয়েছে মার্কিন ডলার ৩৭,৬২,৯৪৬। বছর শেষে মোট পাওনার পরিমাণ দাঁড়ায় মার্কিন ডলার ৭৫,৭৫,৯৩০ যা দেশীয় মুদ্রায় ৫৮,৬৪,৪৬,৫৪১ টাকা। যার মধ্যে বিমান বাংলাদেশ এয়ারলাইন্স্ এর নিকট পাওনা মার্কিন ডলার ৭২,২২,৭২৫ এবং সাউদিয়া এয়ারলাইন্স্ এর নিকট পাওনার পরিমাণ মার্কিন ডলার ১,১৮,৩৭০। পক্ষান্তরে জিএমজি এয়ারলাইন্স্ কোন পাওনা পরিশোধ করেনি **[বিস্তারিত পরিশিষ্ট-০৪ তে দেখানো হলো]**।

অনিয়মের কারণ ঃ

- জেনারেল ফাইনান্সিয়াল রুলস্-০৮ মোতাবেক সরকার কর্তৃক জারীকৃত সার্বজনীন কিংবা বিশেষ নির্দেশাবলী সাপেক্ষে সরকারের পাওনা সঠিকভাবে এবং দ্রুততার সাথে নির্ধারণ, সংগ্রহ এবং ব্যাংকে জমা প্রদান করতে হবে। অধিকন্তু, জেনারেল ফাইনান্সিয়াল রুলস্-৩০ মোতাবেক পর্যাপ্ত কারণ ব্যতীত সরকারের কোন পাওনা বকেয়া রাখা যাবে না। কিন্তু কার্যকর অভ্যন্তরীণ নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা না থাকায় বোর্ডিং ব্রীজ চার্জ যথাসময়ে আদায় করা সম্ভব হয়নি।

ফলাফল ঃ

- অনাদায়ী বোর্ডিং ব্রীজ চার্জ সিভিল এভিয়েশন অথরিটির নগদ অর্থের প্রবাহ বৃদ্ধি বাধাগ্রস্থ করেছে।

অডিটি প্রতিষ্ঠানের জবাব ঃ

- তাৎক্ষনিকভাবে কোন জবাব প্রদান করেননি।

নিরীৰা মন্তব্য

- উক্ত অনিয়মের বিষয়ে ২৮-০৫-২০১৫ খ্রিঃ তারিখে সচিব বরাবর অগ্রিম অনুচ্ছেদ জারি করা হয়। পরবর্তীতে ২৬-০৭-২০১৫ খ্রিঃ তারিখে তাগিদপত্র দেয়া হয় এবং সর্বশেষ ব্যবস্থা হিসেবে ০৮-১১-২০১৫ খ্রিঃ তারিখে সচিব বরাবর আধা সরকারি পত্র জারি করা হয়। অদ্যাবধি কোন জবাব পাওয়া যায়নি।

নিরীৰার সুপারিশ ঃ

- সিভিল এভিয়েশন অথরিটি কর্তৃক কার্যকর অভ্যন্তরীণ নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা জোরদার করা উচিৎ, যাতে বিভিন্ন বোর্ডিং ব্রিজ চার্জ বাবদ বকেয়া দ্রুত আদায় হয়।

- অনাদায়কৃত সরকারি রাজস্বের জন্য দায়ী ব্যক্তি/ব্যক্তিবর্গের নিকট হতে আদায়পূর্বক নিরীক্ষাকে অবহিত করা আবশ্যক।

অনুচ্ছেদ নং ঃ ০৫

শিরোনাম ঃ এপ্রোনে অবস্থান করা সত্ত্বেও পার্কিং চার্জ আদায় করা হয়নি।

বিবরণঃ

- পরিচালক, হযরত শাহজালাল আন্তর্জাতিক বিমান বন্দর, কুর্মিটোলা, ঢাকা ও ব্যবস্থাপক, কক্সবাজার বিমান বন্দর, কক্সবাজার কার্যালয়ের ২০১৩-২০১৪ অর্থ বছরের হিসাব স্থানীয়ভাবে নিরীক্ষা করা হয়।

- নিরীক্ষায় দেখা যায় যে, নয়টি এয়ারক্রাফট তিন মাসের অধিক সময় যাবৎ বিমান বন্দরের এপ্রোনে অবস্থান করছে, যার মধ্যে বিমান বাংলাদেশ এয়ারলাইন্স্ এর ৪টি ডিসি-১০, জিএমজি এর ২টি, ইউনাইটেড এয়ারওয়েজ এর ২টি এবং টিএসি এয়ারওয়েজ এর ১টি। উল্লেখ্য, অতিরিক্ত সময় এপ্রোনে অবস্থান করার জন্য সিএএবি কোন পার্কিং চার্জ ধার্য করাসহ অন্য কোন ব্যবস্থা গ্রহণ করেনি।

অনিয়মের কারণঃ

- সিভিল এভিয়েশন রুলস্-১৯৮৪(সংশোধিত) ২০১৩ সংক্রান্ত গেজেটে উল্লেখ করা হয়েছে যে, কোন এয়ারক্রাফট সিএএবি এর চেয়ারম্যান এর লিখিত অনুমতি ব্যতিরেকে ৩ মাসের অতিরিক্ত সময় এপ্রোনে অবস্থান করতে পারবে না। কিন্তু কার্যকর অভ্যন্তরীণ নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা না থাকায় যে সমস্ত এয়ারলাইন্স্ উল্লিখিত বিধি লঙ্ঘন করেছে তাদের বিরুদ্ধে কোন ব্যবস্থা নেয়া হয়নি।.

ফলাফলঃ

- অননুমোদিতভাবে এপ্রোনে অবস্থান করায় সিএএবি এর রুল লঙ্ঘিত হয়েছে এবং আয় হ্রাস পেয়েছে।.

অডিটি প্রতিষ্ঠানের জবাব ঃ

- তাৎক্ষনিকভাবে কোন জবাব প্রদান করা হয়নি।

নিরীৰা মন্তব্য

- অদ্যাবধি কোন জবাব পাওয়া যায়নি।

- উক্ত অনিয়মের বিষয়ে ২৮-০৫-২০১৫ খ্রিঃ তারিখে সচিব বরাবর অগ্রিম অনুচ্ছেদ জারি করা হয়। পরবর্তীতে ২৬-০৭-২০১৫ খ্রিঃ তারিখে তাগিদপত্র দেয়া হয় এবং সর্বশেষ ব্যবস্থা হিসেবে ০৮-১১-২০১৫ খ্রিঃ তারিখে সচিব বরাবর আধা সরকারি পত্র জারি করা হয়। অদ্যাবধি কোন জবাব পাওয়া যায়নি।

নিরীৰার সুপারিশঃ

- সিভিল এভিয়েশন অথরিটি কর্তৃক কার্যকর অভ্যন্তরীণ নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা জোরদার করা উচিৎ, যাতে অননুমোদিতভাবে এপ্রোনে অবস্থানরত এয়ারলাইন্স্ এর বিরুদ্ধে পার্কিং চার্জ ধার্য সহ অন্যান্য ব্যবস্থা গ্রহণ করা যায়।

- এপ্রোনে অবস্থান করা সত্ত্বেও পার্কিং চার্জ আদায় না করায় দায়ী ব্যক্তি/ব্যক্তিবর্গের বিরুদ্ধে প্রশাসনিক ব্যবস্থা গ্রহণ করা আবশ্যক।

অনুচ্ছেদ নং ঃ ০৬

শিরোনাম ঃ কমহারে এম্বারকেশন ফি আদায় করায় ৰতি ১,৭১,৯৩,৪০১ টাকা।

বিবরণ ঃ

- পরিচালক, হযরত শাহজালাল আন্তর্জাতিক বিমান বন্দর, কুর্মিটোলা, ঢাকা, ব্যবস্থাপক, শাহ আমানত আন্তর্জাতিক বিমান বন্দর, চট্টগ্রাম কার্যালয়ের ২০১৩-২০১৪ অর্থ বছরের হিসাব স্থানীয়ভাবে নিরীক্ষা করা হয়।
- পরিচালক, হযরত শাহজালাল আন্তর্জাতিক বিমান বন্দর, কুর্মিটোলা, ঢাকা কার্যালয় নিরীক্ষায় দেখা যায় যে, বর্ণিত গেজেট মোতাবেক ২৯ জুলাই ২০১৩ হতে যাত্রী প্রতি ৫০০ টাকা হারে এম্বারকেশন ফি আদায় করতে সিএএবি ব্যর্থ হয়েছে। নিরীক্ষায় দেখা যায়, কতিপয় এয়ারলাইন্স্ এর নিকট হতে কোন কোন মাসে ৫০০ টাকার পরিবর্তে ৩০০ টাকা হারে এম্বারকেশন ফি আদায় করা হয়েছে। ফলে সিভিল এভিয়েশন অথরিটি প্রাপ্য আয়ের চেয়ে ১,১১,৯৪,০০০.০০ টাকা কম আয় করেছে **[বিস্তারিত পরিশিষ্ট-০৬(১) তে দেখানো হলো]**।
- ব্যবস্থাপক, শাহ আমানত আন্তর্জাতিক বিমান বন্দর, চট্টগ্রাম কার্যালয় নিরীক্ষায় দেখা যায় যে, বর্ণিত গেজেট মোতাবেক ২৯ জুলাই ২০১৩ হতে যাত্রী প্রতি ৫০০ টাকা হারে এম্বারকেশন ফি আদায় করতে সিএএবি ব্যর্থ হয়েছে। নিরীক্ষায় দেখা যায়, কতিপয় এয়ারলাইন্স্ এর নিকট হতে কোন কোন মাসে ৫০০ টাকার পরিবর্তে ৩০০ টাকা হারে এম্বারকেশন ফি আদায় করা হয়েছে। ফলে সিএএবি এম্বারকেশন ফি বাবদ ৫৯,৯৯,৪০১.০০ টাকা কম আদায় করেছে [**বিস্তারিত পরিশিষ্ট- ০৬(২) তে দেখানো হলো**]।
- বর্ণিত বিষয়ে সর্বমোট ক্ষতির পরিমাণ (১,১১,৯৪,০০০ + ৫৯,৯৯,৪০১) = ১,৭১,৯৩,৪০১ টাকা।

অনিয়মের কারণঃ

- সিভিল এভিয়েশন রুলস্-১৯৮৪ (সংশোধিত), ২০১৩ সংক্রান্ত গেজেট এর মাধ্যমে আন্তর্জাতিক এম্বারকেশন ফি ৩০০ টাকার স্থলে ৫০০ টাকা করা হয়েছে। বিধি মোতাবেক প্রতিটি এয়ারলাইন্স্ টিকেট বিক্রির সময় যাত্রীদের নিকট থেকে এম্বারকেশন ফি আদায় পূর্বক যত দ্রুত সম্ভব সিএএবিকে পরিশোধ করবে। বর্ণিত গেজেট নোটিফিকেশন ২৯ জুলাই ২০১৩ হতে কার্যকর। কিন্তু কার্যকর অভ্যন্তরীণ নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা না থাকায় যে সমস্ত এয়ায়লাইন্স্ উল্লিখিত বিধি অনুসরণ করেনি তাদের বিরুদ্ধে যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহণ নিশ্চিত করা যায়নি।

ফলাফলঃ

- সিভিল এভিয়েশন রুলস্ পরিপালন না করে এম্বারকেশন ফি আদায় করায় সিএএবি'র রাজস্ব আয় কমে গেছে।

অডিটি প্রতিষ্ঠানের জবাবঃ

- পরিচালক, হযরত শাহজালাল আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরের জবাবে বলা হয়েছে যে, আন্তর্জাতিক যাত্রীদের এম্বারকেশন ফি ৩০০ টাকার স্থলে ৫০০ টাকা ২৮-০৭-২০১৩ খ্রিঃ তারিখ হতে কার্যকর করা হয়েছে। সে অনুযায়ী বিভিন্ন এয়ারলাইন্স বা এজেন্টের নিকট হতে ৫০০ টাকা হারে চার্জ আদায় করে সিএএবি'র নিকট জমা করা হয়েছে। অপরদিকে ব্যবস্থাপক, শাহ আমানত আন্তর্জাতিক বিমান বন্দর, চট্টগ্রামের কোন জবাব অদ্যাবধি পাওয়া যায়নি।

নিরীৰা মন্তব্য ঃ

- জবাব সন্তোষজনক বিবেচিত হয়নি। কারণ জবাবের সমর্থনে মাসিক হিসাব ও ব্যাংক স্টেটমেন্টের কপি সংযুক্ত করা হয়নি।
- উক্ত অনিয়মের বিষয়ে ২৮-০৫-২০১৫ খ্রিঃ তারিখে সচিব বরাবর অগ্রিম অনুচ্ছেদ জারি করা হয়। পরবর্তীতে ২৬-০৭-২০১৫ খ্রিঃ তারিখে তাগিদপত্র দেয়া হয় এবং সর্বশেষ ব্যবস্থা হিসেবে ০৮-১১-২০১৫ খ্রিঃ তারিখে সচিব বরাবর আধা সরকারি পত্র জারি করা হয়। অদ্যাবধি কোন জবাব পাওয়া যায়নি

নিরীৰার সুপারিশ ঃ

- সিভিল এভিয়েশন অথরিটি কর্তৃক কার্যকরী অভ্যন্তরীণ নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা জোরদার করা উচিৎ, যাতে এম্বারকেশন ফি নির্ধারিত হার মোতাবেক আদায় নিশ্চিত করা যায়।
- টাকা জমার সমর্থনে যথাযথ রেকর্ড পত্রাদি সংরক্ষণ করা আবশ্যক।
- কমহারে এম্বারকেশন ফি আদায় করায় দায়ী ব্যক্তি/ব্যক্তিবর্গের বিরুদ্ধে প্রশাসনিক ব্যবস্থা গ্রহণ করে অডিটকে অবহিত করা আবশ্যক।

অনুচ্ছেদ নং ঃ ০৭

শিরোনাম ঃ বিভিন্ন এয়ারলাইন্সের নিকট এম্বারকেশন ফি বাবদ অনাদায়ী ১২,৭৯,৭৫,৫৮৫ টাকা।

বিবরণঃ

- পরিচালক, হযরত শাহজালাল আন্তর্জাতিক বিমান বন্দর, কুর্মিটোলা, ঢাকা ও ব্যবস্থাপক, শাহ আমানত আন্তর্জাতিক বিমান বন্দর, চট্টগ্রাম কার্যালয়ের ২০১৩-২০১৪ অর্থ বছরের হিসাব স্থানীয় ভাবে নিরীক্ষা করা হয়।

- নিরীক্ষায় দেখা যায় যে, পরিচালক, হযরত শাহজালাল আন্তর্জাতিক বিমান বন্দর, কুর্মিটোলা, ঢাকা কার্যালয়ের ২০১৩-২০১৪ অর্থ বছরের প্রারম্ভে ৮টি এয়ারলাইন্স্ এর নিকট এম্বারকেশন ফি বাবদ বকেয়া ছিল ১২,৬৯,৬১,৩০০ টাকা। যার মধ্যে বিমান বাংলাদেশ এয়ারলাইন্স্ এর নিকট পাওনা ৪.৮৬ কোটি। অনুরূপভাবে ইউনাইটেড এয়ারওয়েজ এর নিকট পাওনা ৪,১৪,৬৯,০২৫ টাকা। জিএমজি এর নিকট পাওনা ২,৮১,৭২,০২৫ টাকা। অবশিষ্ট পাওনা ৫টি এয়ারলাইন্স্ এর নিকট। চলতি বছরে ৩২টি এয়ারলাইন্স্ এর নিকট প্রাপ্য ছিল ১১২,৩৬,৬৭,২৩৫ টাকা। চলতি বছরে সিএএবি ২৯টি এয়ারলাইন্স্ এর নিকট হতে আদায় করেছে ১২৫,০৬,২৮,৫৩৫ টাকা। ফলে বছর শেষে বকেয়া এম্বারকেশন ফি'র পরিমাণ ১০,৯৬,৭০,৮৩৫ টাকা। যার মধ্যে বিমান বাংলাদেশ এয়ারলাইন্স্ এর নিকট পাওনা ২,১৩,৬০,৪৭৫ টাকা, ইউনাইটেড এয়ারওয়েজ এর নিকট পাওনা ২,৮০,২৯,৯৭৫ টাকা, জিএমজি এর নিকট পাওনা ২,৮১,৭২,০২৫ টাকা এবং ফ্লাই দুবাই এর নিকট পাওনা ২১,৪৬,০০০ **টাকা [বিস্তারিত পরিশিষ্ট- ০৭(১) তে দেখানো হলো]।**

- নিরীক্ষায় দেখা যায় যে, শাহ আমানত আন্তর্জাতিক বিমান বন্দর কার্যালয়ের ২০১৩-২০১৪ অর্থ বছরের প্রারম্ভে ২টি এয়ারলাইন্স্ এর নিকট এম্বারকেশন ফি বাবদ বকেয়া ছিল ৬৭,০০,১২৫.০০ টাকা। যার মধ্যে ইউনাইটেড এয়ারওয়েজ এর নিকট পাওনা ৬১.৫৭ লাখ টাকা এবং রিজেন্ট এয়ারওয়েজ এর নিকট পাওনা ৫,৪২,৮০০ টাকা। চলতি বছরে প্রাপ্য এম্বারকেশন ফি ছিল ১,১৬,০৪,৬২৫ টাকা। চলতি বছরে সিএএবি কোন অর্থ আদায় করতে পারেনি। ফলে বছরের শেষে বকেয়া এম্বারকেশন ফি'র পরিমাণ দাড়িয়েছে ১,৮৩,০৪,৭৫০.০০ টাকা। যার মধ্যে ইউনাইটেড এয়ারওয়েজ এর নিকট পাওনা ১,৫১,২৩,৬২৫.০০ টাকা এবং জিএমজি এর নিকট পাওনা ৩১,৮১,১২৫ টাকা **[বিস্তারিত পরিশিষ্ট-০৭(২) তে দেখানো হলো]।**

- বর্ণিত বিষয়ে সর্বমোট ক্ষতির পরিমাণ (১০,৯৬,৭০,৮৩৫+১,৮৩,০৪,৭৫০)= ১২,৭৯,৭৫,৫৮৫ টাকা।

অনিয়মের কারণঃ

- জেনারেল ফাইনান্সিয়াল রুলস্-০৮ মোতাবেক সরকার কর্তৃক জারীকৃত সার্বজনীন কিংবা বিশেষ নির্দেশাবলী সাপেক্ষে সরকারের পাওনা সঠিকভাবে এবং দ্রুততার সাথে নির্ধারণ, সংগ্রহ এবং ব্যাংকে জমা প্রদান করতে হবে। অধিকন্তু, জেনারেল ফাইনান্সিয়াল রুলস্-৩০ মোতাবেক পর্যাপ্ত কারণ ব্যতীত সরকারের কোন পাওনা বকেয়া রাখা যাবে না। কিন্তু কার্যকর অভ্যন্তরীণ নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা না থাকায়, এম্বারকেশন ফি যথাসময়ে আদায় নিশ্চিত করা যায়নি।

ফলাফলঃ

- অনাদায়ী এম্বারকেশন ফি সিভিল এভিয়েশন অথরিটির নগদ অর্থের প্রবাহ বৃদ্ধি বাধাগ্রস্থ করেছে।

অডিটি প্রতিষ্ঠানের জবাব ঃ

- তাৎক্ষনিকভাবে কোন জবাব প্রদান করা হয়নি।

নিরীৰা মন্তব্য ঃ

- উক্ত অনিয়মের বিষয়ে ২৮-০৫-২০১৫ খ্রিঃ তারিখে সচিব বরাবর অগ্রিম অনুচ্ছেদ জারি করা হয়। পরবর্তীতে ২৬-০৭-২০১৫ খ্রিঃ তারিখে তাগিদপত্র দেয়া হয় এবং সর্বশেষ ব্যবস্থা হিসেবে ০৮-১১-২০১৫ খ্রিঃ তারিখে সচিব বরাবর আধা সরকারি পত্র জারি করা হয়। অদ্যাবধি কোন জবাব পাওয়া যায়নি।

নিরীৰার সুপারিশঃ

- সিভিল এভিয়েশন অথরিটি কর্তৃক কার্যকরী অভ্যন্তরীণ নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা জোরদার করা উচিৎ, যাতে বিভিন্ন এয়ারলাইন্স্ এর নিকট এম্বারকেশন ফি বাবদ পাওনা অর্থ দ্রুত আদায় করা যায়।

- এম্বারকেশন ফি আদায় না করায় দায়ী ব্যক্তি/ব্যক্তিবর্গের বিরুদ্ধে প্রশাসনিক ব্যবস্থা গ্রহণ করে অডিটকে অবহিত করা আবশ্যক।

অনুচ্ছেদ নং ঃ ০৮

শিরোনাম ঃ দীর্ঘ মেয়াদী লিজ রেন্ট বকেয়া এবং জমি ও দোকান হতে ভাড়া আদায় না করায় ৰতি ৩৭,১০,৯৩২ টাকা।

বিবরণঃ

- পরিচালক, হযরত শাহজালাল আন্তর্জাতিক বিমান বন্দর, কুর্মিটোলা, ঢাকা ও ব্যবস্থাপক, হযরত শাহ আমানত আন্তর্জাতিক বিমান বন্দর, চট্টগ্রাম কার্যালয়ের ২০১৩-২০১৪ অর্থ বছরের হিসাব স্থানীয়ভাবে নিরীক্ষা করা হয়।
- দীর্ঘদিন যাবৎ হযরত শাহজালাল আন্তর্জাতিক বিমান বন্দরের কল্যাণ কমিটি সিভিল এভিয়েশন কোয়ার্টার এলাকায় অবস্থিত সিভিল এভিয়েশন কল্যাণ মার্কেট এবং আমবাগান এলাকার দোকান তত্ত্বাবধান করছে।
- রেন্ট আদায় প্রক্রিয়া নিরীক্ষায় দেখা যায়, দীর্ঘদিন ধরে বকেয়া আদায় হচ্ছে না। ফলে এ সংক্রান্ত বকেয়ার পরিমাণ ৪০,০০০ টাকা [**বিস্তারিত পরিশিষ্ট-০৮(১) তে দেখানো হলো**]।
- নিরীক্ষা কার্যপত্র হতে দেখা যায়, শাহ আমানত আন্তর্জাতিক বিমান বন্দরের কনকোর্স হল এবং কার পার্কিং মেসার্স তানজিম কন্স্ট্রাকশনকে লিজ দেয়া হয়। বাৎসরিক লিজ রেন্টের পরিমাণ ৪৬,০৭,৭৭৭.০০ টাকা। তানজিম কন্স্ট্রাকশন বাৎসরিক লিজ রেন্ট প্রদানে ব্যর্থ হয়। ফলে ৩৬,৭০,৯৩২ টাকা লীজ রেন্ট বকেয়া রয়েছে [**বিস্তারিত পরিশিষ্ট-০৮(২) তে দেখানো হলো**]।
- বর্ণিত বিষয়ে সর্বমোট ক্ষতির পরিমাণ (৪০,০০০ +৩৬,৭০,৯৩২) = ৩৭,১০,৯৩২ টাকা।

অনিয়মের কারণঃ

- জেনারেল ফাইনান্সিয়াল রুলস্-০৮ মোতাবেক সরকার কর্তৃক জারীকৃত সার্বজনীন কিংবা বিশেষ নির্দেশাবলী সাপেক্ষে সরকারের পাওনা সঠিকভাবে এবং দ্রুততার সাথে নির্ধারণ, সংগ্রহ এবং ব্যাংকে জমা প্রদান করতে হবে। অধিকন্তু, জেনারেল ফাইনান্সিয়াল রুলস্-৩০ মোতাবেক পর্যাপ্ত কারণ ব্যতীত সরকারের কোন পাওনা বকেয়া রাখা যাবে না। কিন্তু কার্যকর অভ্যন্তরীণ নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা না থাকায় সময়মত লীজ রেন্ট এবং অপারগতার ক্ষেত্রে ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়নি।

ফলাফলঃ

- লিজ চুক্তি লঙ্ঘন করার ফলে সিএএবি সময়মত লিজ রেন্ট পায়নি। ফলে এর নগদ প্রবাহ বাধাগ্রস্থ হয়েছে।

অডিটি প্রতিষ্ঠানের জবাবঃ

- পরিচালক, হযরত শাহজালাল আন্তর্জাতিক বিমান বন্দর, কুর্মিটোলা, ঢাকা কর্তৃক তাৎক্ষনিকভাবে কোন জবাব প্রদান করা হয়নি এবং ব্যবস্থাপক, শাহ আমানত আন্তর্জাতিক বিমানবন্দর চট্টগ্রাম কার্যালয়ের জবাব অদ্যাবধি পাওয়া যায়নি।

নিরীৰা মন্তব্য ঃ

- জবাব গ্রহণযোগ্য নয়। কারণ চুক্তির শর্ত এবং আপত্তিকৃত অর্থ ও জবাবে উল্লিখিত অর্থের পরিমাণের পার্থক্যের বিষয়ে সুস্পষ্ট ব্যাখ্যা ও প্রমাণক প্রেরণ করা হয়নি। এমতাবস্থায় আপত্তিটি সঠিক ও যথার্থ।
- উক্ত অনিয়মের বিষয়ে ২৮-০৫-২০১৫ খ্রিঃ তারিখে সচিব বরাবর অগ্রিম অনুচ্ছেদ জারি করা হয়। পরবর্তীতে ২৬-০৭-২০১৫ খ্রিঃ তারিখে তাগিদপত্র দেয়া হয় এবং সর্বশেষ ব্যবস্থা হিসেবে ০৮-১১-২০১৫ খ্রিঃ তারিখে সচিব বরাবর আধা সরকারি পত্র জারি করা হয়। অদ্যাবধি কোন সন্তোষজনক জবাব পাওয়া যায়নি।

নিরীৰার সুপারিশ ঃ

- সিভিল এভিয়েশন অথরিটি কর্তৃক কার্যকরী অভ্যন্তরীণ নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা জোরদার করা উচিৎ যাতে সময়মত লিজ রেন্ট এবং অপারগতার ক্ষেত্রে জরিমানা আদায় নিশ্চিত করা যায়।
- অনাদায়ী টাকা জড়িত ব্যক্তি/ব্যক্তিবর্গের নিকট হতে আদায়পূর্বক অডিটকে অবহিত করা আবশ্যক।

অনুচ্ছেদ নং ঃ ০৯

শিরোনাম ঃ রেন্ট এবং ইউটিলিটিজ বাবদ বকেয়া থাকায় ৯,২৪,০৯,০৫৯ টাকা ক্ষতি।

বিবরণ ঃ

- পরিচালক, হযরত শাহজালাল আন্তর্জাতিক বিমান বন্দর, কুর্মিটোলা, ঢাকা ও ব্যবস্থাপক, ওসমানী আন্তর্জাতিক বিমান বন্দর, সিলেট কার্যালয়ের ২০১৩-২০১৪ অর্থ বছরের হিসাব স্থানীয়ভাবে নিরীক্ষা করা হয়। নিরীক্ষাকালে দেখা যায় যে,

- পরিচালক, হযরত শাহজালাল আন্তর্জাতিক বিমান বন্দর, কুর্মিটোলা, ঢাকা কার্যালয়ের ২০১৩-২০১৪ অর্থ বছরের প্রারম্ভে বিমান বাংলাদেশ এয়ারলাইন্স্ এর নিকট ভাড়া এবং ইউটিলিটিজ বিল বাবদ সিএএবি'র পাওনা ছিল ৬,০২,৯১,৯৬৭ টাকা। চলতি বছরে এ বাবদ পাওনা ১,২৩,০৪,৬৭১ টাকা। সিএএবি কর্তৃক চলতি বছর বিমান বাংলাদেশ এয়ানলাইন্স্ এর নিকট থেকে কোন অর্থ আদায় করতে পারেনি। ফলে বিমান বাংলাদেশ এয়ারলাইন্স্ এর কাছ থেকে পাওনা অর্থের পরিমাণ আরও বৃদ্ধি পেয়ে দাঁড়িয়েছে ১,২৩,০৪,৬৭১ টাকা এবং ২০১৩-২০১৪ অর্থবছর শেষে মোট বকেয়ার পরিমাণ দাঁড়িয়েছে ৭,২৫,৯৬,৬৩৮ টাকা **[বিস্তারিত পরিশিষ্ট-০৯(১) তে দেখানো হলো]**।

- ব্যবস্থাপক, ওসমানী আন্তর্জাতিক বিমান বন্দর, সিলেট, কার্যালয় নিরীক্ষায় দেখা যায়, ২০১৩-২০১৪ অর্থ বছরের প্রারম্ভে বিমান বাংলাদেশ এয়ারলাইন্স্ এবং জিএমজি এয়ারলাইন্স্ এর নিকট ভাড়া এবং ইউটিলিটিজ বিল বাবদ সিএএবি'র পাওনা ছিল ১,৫৯,০৭,১১৭ টাকা। চলতি বছরে এ বাবদ পাওনার পরিমাণ ৩৯,০৫,৩০৪ টাকা। বিমান বাংলাদেশ এয়ারলাইন্স্ এবং জিএমজি এয়ারলাইন্স্ এর নিকট সিএএবি চলতি অর্থ বছরে কোন অর্থ আদায় করতে পারেনি। ফলশ্রুতিতে পাওনা অর্থের পরিমাণ আরও ৩৯,০৫,৩০৪ টাকা বৃদ্ধি পেয়েছে। ২০১৩-২০১৪ অর্থ বছরের শেষে বকেয়ার পরিমাণ দাঁড়িয়েছে ১,৯৮,১২,৪২১ টাকা **[বিস্তারিত পরিশিষ্ট-০৯(২) তে দেখানো হলো]**।

- বর্ণিত বিষয়ে সর্বমোট ক্ষতির পরিমাণ (৭,২৫,৯৬,৬৩৮+ ১,৯৮,১২,৪২১)=৯,২৪,০৯,০৫৯ টাকা।

অনিয়মের কারণঃ

- জেনারেল ফাইনান্সিয়াল রুলস্-০৮ মোতাবেক সরকার কর্তৃক জারীকৃত সার্বজনীন কিংবা বিশেষ নির্দেশাবলী সাপেক্ষে সরকারের পাওনা সঠিকভাবে এবং দ্রুততার সাথে নির্ধারণ, সংগ্রহ এবং ব্যাংকে জমা প্রদান করতে হবে। অধিকন্তু, জেনারেল ফাইনান্সিয়াল রুলস্-৩০ মোতাবেক পর্যাপ্ত কারণ ব্যতীত সরকারের কোন পাওনা বকেয়া রাখা যাবে না। কিন্তু কার্যকর অভ্যন্তরীণ নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা না থাকায় ভাড়া এবং ইউটিলিটিজ বাবদ পাওনা অর্থ আদায় করা হয়নি।

ফলাফলঃ

- ভাড়া এবং ইউটিলিটিজ বাবদ প্রাপ্য অর্থ অনাদায়ী থাকার কারণে সিএএবি'র নগদ প্রবাহ হ্রাস পেয়েছে।

অডিটি প্রতিষ্ঠানের জবাব ঃ

- তাৎক্ষনিকভাবে কোন জবাব পাওয়া যায়নি।

নিরীক্ষা মন্তব্য ঃ

- উক্ত অনিয়মের বিষয়ে ২৮-০৫-২০১৫ খ্রিঃ তারিখে সচিব বরাবর অগ্রিম অনুচ্ছেদ জারি করা হয়। পরবর্তীতে ২৬-০৭-২০১৫ খ্রিঃ তারিখে তাগিদপত্র দেয়া হয় এবং সর্বশেষ ব্যবস্থা হিসেবে ০৮-১১-২০১৫ খ্রিঃ তারিখে সচিব বরাবর আধা সরকারি পত্র জারি করা হয়। অদ্যাবধি কোন জবাব পাওয়া যায়নি।

নিরীক্ষার সুপারিশঃ

- সিভিল এভিয়েশন অথরিটি কর্তৃক কার্যকরী অভ্যন্তরীণ নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা জোরদার করা উচিৎ, যাতে বিভিন্ন এয়ারলাইন্স্ এর নিকট হতে প্রাপ্য অর্থ সময়মত আদায় করা যায়।

- বকেয়া অর্থ দ্রুততার সাথে আদায় করা আবশ্যক।

অনুচ্ছেদ নং ঃ ১০

শিরোনাম ঃ দোকান ও অফিস হতে বিদ্যুৎ বিল পুনঃভরণ না করায় বকেয়ার পরিমাণ ৪,৮২,৫১,৭৩৫ টাকা।

বিবরণ ঃ

- পরিচালক, হযরত শাহজালাল আন্তর্জাতিক বিমান বন্দর, কুর্মিটোলা, ঢাকা কার্যালয়ের ২০১৩-২০১৪ অর্থ বছরের হিসাব স্থানীয়ভাবে নিরীক্ষা করা হয়।

- নিরীক্ষা কার্যপত্র হতে দেখা যায়, ২০১৩-২০১৪ অর্থ বছরের প্রারম্ভে ৯৩টি দোকান এবং অফিসের নিকট সিএএবি'র পাওনা ছিল ২,৪৫,২৮,৩০৪ টাকা। চলতি বছরে ১৫৪টি দোকান ও অফিসের বিপরীতে পরিশোধযোগ্য বিদ্যুৎ বিলের পরিমাণ ছিল ৫,৪৭,২১,৪৩৭ টাকা। সিএএবি এ বছরে আদায় করেছে ৩,০৯,৯৮,০০৭ টাকা। নিরীক্ষায় দেখা যায় যে, ৩৭টি দোকান এবং অফিস ২০১৩-২০১৪ অর্থ বছরে কোন বিল পরিশোধ করেনি [**বিস্তারিত পরিশিষ্ট-১০ তে দেখানো হলো**]।

- সিএএবি দোকান ও অফিস থেকে বিদ্যুৎ বিলের অর্থ আদায়ে ব্যর্থ হয়েছে। কারণ, উল্লিখিত দোকান এবং অফিসের বিদ্যুৎ বিল ডেসকোকে পরিশোধ করা হলেও সিএএবি উক্ত বিলের টাকা সংশ্লিষ্ট দোকান এবং অফিস থেকে আদায় করতে পারেনি।

অনিয়মের কারণঃ

- জেনারেল ফাইনান্সিয়াল রুলস্-০৮ মোতাবেক সরকার কর্তৃক জারীকৃত সার্বিক কিংবা বিশেষ নির্দেশাবলী সাপেক্ষে সরকারের পাওনা সঠিকভাবে এবং দ্রুততার সাথে নির্ধারণ, সংগ্রহ এবং ব্যাংকে জমা প্রদান করতে হবে। অধিকন্তু, জেনারেল ফাইনান্সিয়াল রুলস্-৩০ মোতাবেক পর্যাপ্ত কারণ ব্যতীত সরকারের কোন পাওনা বকেয়া রাখা যাবে না। কিন্তু দুর্বল অভ্যন্তরীণ নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থার কারণে পুনঃভরণকৃত বিদ্যুৎ বিল আদায় করতে পারেনি।

ফলাফলঃ

- বিদ্যুৎ বিল অনাদায়ের ফলে সিএএবির আয় হ্রাস পেয়েছে।

অডিটি প্রতিষ্ঠানের জবাব ঃ

- তাৎক্ষনিকভাবে কোন জবাব পাওয়া যায়নি।

নিরীৰা মন্তব্য ঃ

- উক্ত অনিয়মের বিষয়ে ২৮-০৫-২০১৫ খ্রিঃ তারিখে সচিব বরাবর অগ্রিম অনুচ্ছেদ জারি করা হয়। পরবর্তীতে ২৬-০৭-২০১৫ খ্রিঃ তারিখে তাগিদপত্র দেয়া হয় এবং সর্বশেষ ব্যবস্থা হিসেবে ০৮-১১-২০১৫ খ্রিঃ তারিখে সচিব বরাবর আধা সরকারি পত্র জারি করা হয়। অদ্যাবধি কোন জবাব পাওয়া যায়নি।

নিরীৰার সুপারিশঃ

- সিভিল এভিয়েশন অথরিটি কর্তৃক কার্যকরী অভ্যন্তরীণ নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা জোরদার করা উচিৎ, যাতে লীজ গ্রহীতা এবং ভাড়াটিয়ার নিকট থেকে প্রাপ্য অর্থ সময়মত আদায় আদায় নিশ্চিত করা যায়।

- বিদ্যুৎ বিল পুনঃভরণ না করার জন্য দায়ী ব্যক্তি/ব্যক্তিবর্গের বিরুদ্ধে প্রশাসনিক ব্যবস্থা গ্রহণ করা আবশ্যক।

অনুচ্ছেদ নং ঃ ১১

শিরোনাম ঃ আর্থিক ক্ষমতার অতিরিক্ত ৫১,৪৭,১৩৯ টাকা অনিয়মিতভাবে অবলোপন।

বিবরণ ঃ

- চেয়ারম্যান, বেসামরিক বিমান চলাচল কর্তৃপক্ষ, প্রধান কার্যালয়, কুর্মিটোলা, ঢাকা কার্যালয়ের ২০১৩-২০১৪ অর্থ বছরের হিসাব স্থানীয়ভাবে নিরীক্ষা করা হয়।

- নিরীক্ষায় দেখা যায় যে, হিসাব রক্ষক (ক্যাশ) জনাব মোহাম্মদ আহমেদ বিভিন্ন সময়ে ৫১,৪৭,১৩৯ টাকা আত্নসাৎ করে। ২০১২-২০১৩ অর্থ বছরের বাৎসরিক হিসাব পর্যালোচনায় দেখা যায়, উদ্ধৃতপত্রে চলতি সম্পদের অধীন আত্নসাৎকৃত অর্থ প্রদর্শন না করে সিএএবি বোর্ড উক্ত আত্নসাৎকৃত অর্থ অবলোপন করেছে।

- বোর্ড কর্তৃক অনিয়মিতভাবে উক্ত অর্থ অবলোপন করায় উহা আর্থিক ক্ষমতা অর্পণ বিধিমালা-২০০৫ এর পরিপন্থী হিসেবে বিবেচিত।

অনিয়মের কারণঃ

- আর্থিক ক্ষমতা অর্পণ বিধিমালা সংক্রান্ত অর্থ মন্ত্রণারয়ের স্মারক নং অম/অবি/ব্যঃনিঃ-১/ডিপি/২০০০/১২, তারিখঃ ০৩-০২-২০০৫ খ্রিঃ তে উল্লেখ করা হয়েছে যে, জালিয়াতি, অবহেলা/গাফিলতি অথবা অন্যান্য কারণে অবলোপন ৫ লক্ষ টাকা পর্যন্ত সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়ের মূখ্য হিসাবরক্ষণ কর্মকর্তা অনুমোদন করতে পারবে। এর অধিক অনাদায়ী ক্ষতি অবলোপন করতে হলে অর্থ মন্ত্রণালয়ের অর্থ বিভাগে প্রেরণ করতে হবে (তালিকার ক্রমিক নং-১৭)। অধিকন্তু, সিএএবি কর্তৃক ইস্যুকৃত আর্থিক ক্ষমতা অর্পণ বিধিতে উল্লেখ রয়েছে যে, অবলোপনের ক্ষেত্রে সিএএবি সরকারের প্রচলিত আর্থিক বিধি-বিধান অনুসরণ করবে। কিন্তু দুর্বল অভ্যন্তরীণ নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থার কারণে বোর্ড কর্তৃক অনিয়মিতভাবে আর্থিক ক্ষমতার অতিরিক্ত আত্নসাৎকৃত অর্থ অবলোপন করা হয়েছে।

ফলাফলঃ

- অনিয়মিতভাবে অবলোপন সংস্থার চলতি সম্পদকে হ্রাস করেছে।

অডিটি প্রতিষ্ঠানের জবাব ঃ

- তাৎক্ষনিকভাবে কোন জবাব পাওয়া যায়নি।

নিরীক্ষা মন্তব্য ঃ

- উক্ত অনিয়মের বিষয়ে ২৮-০৫-২০১৫ খ্রিঃ তারিখে সচিব বরাবর অগ্রিম অনুচ্ছেদ জারি করা হয়। পরবর্তীতে ২৬-০৭-২০১৫ খ্রিঃ তারিখে তাগিদপত্র দেয়া হয় এবং সর্বশেষ ব্যবস্থা হিসেবে ০৮-১১-২০১৫ খ্রিঃ তারিখে সচিব বরাবর আধা সরকারি পত্র জারি করা হয়। অদ্যাবধি কোন জবাব পাওয়া যায়নি।

নিরীক্ষার সুপারিশঃ

- সিভিল এভিয়েশন অথরিটি কর্তৃক কার্যকরী অভ্যন্তরীণ নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা জোরদার করা উচিৎ, যাতে ভবিষ্যতে এ ধরনের ঘটনায় অর্থ মন্ত্রণালয়ের অনুমোদন নিশ্চিত হয়।

- সিএএবিকে অভ্যন্তরীণ নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা শক্তিশালী করতে হবে, যাতে ভবিষ্যতে এ ধরনের ঘটনার পুনরাবৃত্তি না ঘটে।

- অর্থ মন্ত্রণালয়ের অনুমোদন ব্যতীত অর্থ অবলোপন করার জন্য দায়ী ব্যক্তি/ব্যক্তিবর্গের বিরুদ্ধে প্রশাসনিক ব্যবস্থা গ্রহণ করা আবশ্যক।

- অনিয়মিতভাবে অবলোপনকৃত অর্থ মন্ত্রণালয় কর্তৃক ভূতঃপূর্ব অনুমোদনের মাধ্যমে নিয়মিত করা প্রয়োজন।

অনুচ্ছেদ নং ঃ ১২

শিরোনাম ঃ লাঞ্চ ভাতা বাবদ অনিয়মিত ব্যয় ৯,৬৯,৮৬,৯৪৮ টাকা।

বিবরণ ঃ

- চেয়ারম্যান, বেসামরিক বিমান চলাচল কর্তৃপক্ষ, প্রধান কার্যালয়, কুর্মিটোলা, ঢাকা, পরিচালক, হযরত শাহজালাল আন্তর্জাতিক বিমান বন্দর, কুর্মিটোলা, ঢাকা, পরিচালক, সেমসু, সিএএবি, ঢাকা, ব্যবস্থাপক, শাহ আমানত আন্তর্জাতিক বিমান বন্দর, চট্টগ্রাম, ব্যবস্থাপক, ওসমানী আন্তর্জাতিক বিমান বন্দর, সিলেট, কক্সবাজার বিমান বন্দর, কক্সবাজার কার্যালয়ের ২০১৩-২০১৪ অর্থ বছরের হিসাব স্থানীয়ভাবে নিরীক্ষা করা হয়। নিরীক্ষাকালে দেখা যায় যে, অর্থ মন্ত্রণালয়ের অনুমোদন ব্যতিরেকে সিএএবি উক্ত আদেশ লংঘন করে সকল কর্মকর্তা এবং কর্মচারীর জন্য লাঞ্চ ভাতা প্রচলন করে।
- চেয়ারম্যান, বেসামরিক বিমান চলাচল কর্তৃপক্ষ, প্রধান কার্যালয়, ঢাকা কর্তৃক লাঞ্চ ভাতা হিসেবে ১,৩২,৬৮,১৫০.০০ টাকা পরিশোধ করেছে [**বিস্তারিত পরিশিষ্ট-১২(১) তে দেখানো হলো**]।
- পরিচালক, হযরত শাহজালাল আন্তর্জাতিক বিমান বন্দর, ঢাকা কর্তৃক লাঞ্চ ভাতা হিসেবে ৫,৭৪,১৭,২৩৮ টাকা পরিশোধ করেছে [**বিস্তারিত পরিশিষ্ট-১২(২) তে দেখানো হলো**]।
- পরিচালক, সেমসু, কুর্মিটোলা, ঢাকা কর্তৃক লাঞ্চ ভাতা হিসেবে ৫৩,৫৮,৭৬০ টাকা পরিশোধ করেছে [**বিস্তারিত পরিশিষ্ট-১২(৩) তে দেখানো হলো**]।
- ব্যবস্থাপক, শাহ আমানত আন্তর্জাতিক বিমান বন্দর, চট্টগ্রাম কর্তৃক লাঞ্চ ভাতা হিসেবে ১,২১,৪৭,৫০০ টাকা পরিশোধ করেছে [**বিস্তারিত পরিশিষ্ট-১২(৪) তে দেখানো হলো**]।
- ব্যবস্থাপক, ওসমানী আন্তর্জাতিক বিমান বন্দর, সিলেট কর্তৃক লাঞ্চ ভাতা হিসেবে ৬৯,৩৩,৬০০.০০ টাকা পরিশোধ করেছে [**বিস্তারিত পরিশিষ্ট-১২(৫) তে দেখানো হলো**]।
- ব্যবস্থাপক, কক্সবাজার বিমান বন্দর, কক্সবাজার কর্তৃক লাঞ্চ ভাতা হিসেবে ১৮,৬১,৭০০ টাকা পরিশোধ করেছে [**বিস্তারিত পরিশিষ্ট-১২(৬) তে দেখানো হলো**]।
- বর্ণিত বিষয়ে সর্বমোট ক্ষতির পরিমাণ (১,৩২,৬৮,১৫০ + ৫,৭৪,১৭,২৩৮ + ৫৩,৫৮,৭৬০ + ১,২১,৪৭,৫০০ + ৬৯,৩৩,৬০০ + ১৮,৬১,৭০০) = ৯,৬৯,৮৬,৯৪৮ টাকা।

অনিয়মের কারণঃ

- অর্থ মন্ত্রণালয়ের স্মারক নং অম/এসঃপিঃ-৩/১এস-৯/৯৪/২০, তারিখ ২৯-০৩-১৯৯৪ খ্রিঃ এর মাধ্যমে সিএএবিকে কম বেতনের কর্মচারীগণের (৩য় এবং ৪র্থ শ্রেণির) জন্য নিজস্ব তহবিল হতে ভর্তুকিকৃত ক্যান্টিন চালুর অনুমতি প্রদান করা হয়। পরবর্তীতে অর্থ মন্ত্রণালয়ের অনুমোদন ছাড়াই বোর্ড অনিয়মিতভাবে কর্মকর্তা এবং কর্মচারীগণের জন্য একটি নির্দিষ্ট হারে লাঞ্চ ভাতা অনুমোদন করে এবং যথারীতি বেতনের সাথে পরিশোধ করছে। কিন্তু দুর্বল অভ্যন্তরীণ নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থার কারণে অর্থ মন্ত্রণালয়ের অনুমোদন ছাড়াই লাঞ্চ ভাতা প্রদান করা হয়েছে।

ফলাফলঃ

- এ ধরনের অনিয়মিত ব্যয়ের কারণে প্রতিষ্ঠানের রাজস্ব ব্যয় বৃদ্ধি পেয়েছে।

অডিটি প্রতিষ্ঠানের জবাব ঃ

- তাৎক্ষনিকভাবে কোন জবাব পাওয়া যায়নি।

নিরীৰা মন্তব্য ঃ

- উক্ত অনিয়মের বিষয়ে ২৮-০৫-২০১৫ খ্রিঃ তারিখে সচিব বরাবর অগ্রিম অনুচ্ছেদ জারি করা হয়। পরবর্তীতে ২৬-০৭-২০১৫ খ্রিঃ তারিখে তাগিদপত্র দেয়া হয় এবং সর্বশেষ ব্যবস্থা হিসেবে ০৮-১১-২০১৫ খ্রিঃ তারিখে সচিব বরাবর আধা সরকারি পত্র জারি করা হয়। অদ্যাবধি কোন জবাব পাওয়া যায়নি।

নিরীৰার সুপারিশঃ

- অনিয়মিত ভাবে পরিশোধিত লাঞ্চ ভাতা আদায় করা আবশ্যক।
- সিভিল এভিয়েশন অথরিটি কর্তৃক কার্যকরী অভ্যন্তরীণ নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা জোরদার করা উচিৎ, যাতে ভবিষ্যতে এ ধরনের ঘটনায় অর্থ মন্ত্রণালয়ের অনুমোদন নিশ্চিত হয়।

অনুচ্ছেদ নং ঃ ১৩

শিরোনাম ঃ উৎসে আয়কর বাবদ ২,৩৩,৬৬,৩৮৬ টাকা ও ভ্যাট বাবদ ৫,২৯,০৬,৩৫০ টাকা কর্তন না করায় সরকারের রাজস্ব ৰতি মোট ৭,৬২,৭২,৭৩৬ টাকা।

বিবরণ ঃ

- পরিচালক, হযরত শাহজালাল আন্তর্জাতিক বিমানবন্দর, ঢাকা ও পরিচালক, সেমসু, সিএএবি, ঢাকা কার্যালয়ের ২০১৩-২০১৪ অর্থ বছরের হিসাব স্থানীয়ভাবে নিরীক্ষা করা হয়। নিরীক্ষায় দেখা যায় যে,
- পরিচালক, হযরত শাহজালাল আন্তর্জাতিক বিমানবন্দর, ঢাকা কার্যালয়ে মেসার্স আল রহমান এন্ড সন্স, মেসার্স ভূঁইয়া ইন্টারন্যাশনাল, মেসার্স ইলিশা এন্টারপ্রাইজ, মেসার্স সেঞ্চুরী টেকনোলজী ট্রেড ইন্টারন্যাশনাল, মেসার্স আজম ট্রেডার্স এবং মেসার্স মার্জিয়া এন্টারপ্রাইজ ইত্যাদি পরিবহন ঠিকাদারগণ চুক্তি অনুযায়ী বিভিন্ন রুটে বাস সরবরাহ করে। আয়কর বিধিমালা ১৯৮৪ এর বিধি-১৬ অনুযায়ী ঠিকাদারগণকে বিল পরিশোধের সময় উৎসে আয়কর কর্তন করতে হবে। নিরীক্ষান্তে দেখা যায়, উক্ত ঠিকাদারগণকে বিল পরিশোধের সময় উৎসে আয়কর বাবদ ২,২১,৫৪৬ টাকা কর্তন করা হয়নি [**বিস্তারিত পরিশিষ্ট-১৩(১) তে দেখানো হলো**]।
- পরিচালক, হযরত শাহজালাল আন্তর্জাতিক বিমানবন্দর, ঢাকা কার্যালয়, সিএএবি কর্তৃপক্ষ একটি ৫ তারকা হোটেল, একটি ৩ তারকা হোটেল কাম শপিং মল ও একটি গলফ কোর্সের জন্য ১৩৫ একর জায়গা লিজ প্রদান করে। লিজের মূল্য হল প্রতি বছর ৩,২৫,০০০ মার্কিন ডলার। উক্ত মূল্যের উপর ১৫% হারে ভ্যাট কর্তনযোগ্য। যার পরিমান ৬,৬০,৭৫০ মার্কিন ডলার দেশী মুদ্রায় ৫,১৪,০৬,৩৫০ টাকা। সিএএবি অদ্যাবধি উক্ত ভ্যাট কর্তন করেনি [**বিস্তারিত পরিশিষ্ট-১৩(২) তে দেখানো হলো**]।
- সিএএবি কর্তৃপক্ষ মেসার্স অনলাইন ইমপেক্স লিঃ এর সাথে একটি ইজারা চুক্তি সম্পাদন করে। উক্ত ইজারা মূল্যের উপর ১৫% হারে মোট ১৫,০০,০০০ টাকার ভ্যাট কর্তন করার বাধ্যবাধকতা ছিল। কিন্তু সিএএবি কর্তৃপক্ষ উক্ত ভ্যাট কর্তন করেনি [**বিস্তারিত পরিশিষ্ট-১৩(৩) তে দেখানো হলো**]।
- সিএএবি, ইজারা গ্রহণকারী মেসার্স অনলাইন ইমপেক্স লিঃ এর নিকট হতে কোন আয়কর কর্তন করেনি, যার পরিমান ৫,০০,০০০ টাকা [**বিস্তারিত পরিশিষ্ট- ১৩(৪) তে দেখানো হলো**]।
- সিএএবি, ইজারা গ্রহণকারী মেসার্স অনলাইন ইমপেক্স লিঃ এর নিকট হতে কোন আয়কর কর্তন করেনি, যার পরিমান ১,৬৬,২৪,৮৮৭.৫০ টাকা [**বিস্তারিত পরিশিষ্ট-১৩(৫) তে দেখানো হলো**]।
- এখানে দেখা যায় যে, সিএএবি তাঁর লিজ প্রদানকৃত অর্থ হতে ভ্যাট আইনের ব্যত্যয় ঘটিয়ে ভ্যাট এবং আয়কর কর্তন করেনি।
- সিএএবি, মেসার্স ন্যাশনাল ফায়ার ফাইটিং ম্যানুফ্যাকচারিং এর নিকট হতে একটি এয়ারক্রাফট রেসকিউ ও ফায়ার ফাইটিং গাড়ী ক্রয়ের চুক্তিপত্র স্বাক্ষর করেন। উক্ত চুক্তিপত্র অনুযায়ী গাড়ীটির মূল্য ৬,৬৮,৮৮,৩৬৭ টাকা। আয়কর আইন-১৯৮৪ এর বিধি-১৬ অনুযায়ী উক্ত ক্রয় মূল্য হতে ৫% হারে আয়কর কর্তন করতে হবে।
- সিএএবি কর্তৃক উক্ত বিধি অনুযায়ী উৎসে কর কর্তন করা হয়নি। যার পরিমান ৩৩,৪৪,৪১৮.৩৫ টাকা [**বিস্তারিত পরিশিষ্ট-১৩(৬) তে দেখানো হলো**]।
- সিএএবি ১০,০০০ লিটার ক্ষমতা সম্পন্ন একটি এয়ারক্রাফট রেসকিউ এন্ড ফায়ার ফাইটিং ভেহিকেল দুবাই ভিত্তিক কোম্পানী নাফকো এর নিকট হতে ক্রয় করেছে। সরবরাহকারী হিসেবে নাফকো এর নিকট হতে ভ্যাট কর্তন করতে হবে। কিন্তু সিএএবি উক্ত বিধানের ব্যত্যয় ঘটিয়ে ২৬,৭৫,৫৩৪.৬৮ টাকার ভ্যাট কর্তন করেনি [**বিস্তারিত পরিশিষ্ট-১৩(৭) তে দেখানো হলো**]।
- বর্ণিত বিষয়ে আয়কর বাবদ (২,২১,৫৪৬.২৫ + ৫,০০,০০০ + ১,৬৬,২৪,৮৮৭.৫০ + ৩৩,৪৪,৪১৮.৩৫ + ২৬,৭৫,৫৩৪.৬৮) = ২,৩৩,৬৬,৩৮৭ টাকা এবং ভ্যাট বাবদ (৫,১৪,০৬,৩৫০ + ১৫,০০,০০০) = ৫,২৯,০৬,৩৫০ টাকা সহ সর্বমোট ক্ষতির পরিমান ৭,৬২,৭২,৭৩৭ টাকা।

অনিয়মের কারণঃ

- জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের আদেশ নং-জারাবো/কর-৭/আআবি/৩/২০১০, তারিখ-২৬/০৯/২০১০খ্রিঃ অনুযায়ী দাবী পরিশোধকারী প্রতিষ্ঠান সরবরাহকারীর নিকট হতে উৎসে নির্দিষ্ট হারে আয়কর কর্তন করতে হবে।
- আয়কর অধ্যাদেশ এর বিধি-১৭ডি তে উল্লেখ আছে যে, অধ্যাদেশের ৫৩সি ধারার অধীনে কর আদায়ের উদ্দেশ্যে সীলমোহরাঙ্কিত টেন্ডার যোগে অথবা অন্যভাবে প্রকাশ্য নিলামে দ্রব্যাদি অথবা সম্পত্তির প্রত্যেক বিক্রেতা ঐ ধারায় উল্লিখিত দ্রব্যাদির অথবা সম্পত্তির মালিকের দখলাধীন উপরোক্ত দ্রব্যাদি অথবা সম্পত্তির দখল হস্তান্তরের পূর্বে নিলাম ক্রেতার কাছ হতে বিক্রিত মূল্যের উপর ৫% হারে অগ্রিম কর হিসেবে আদায় করবেন।
- জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের আদেশ নং ২৫/মূসক/২০১৩, তারিখঃ ০৬/০৬/২০১৩ খ্রিঃ অনুসারে সেবা ও পন্য ক্রয়কারী প্রতিষ্ঠান সেবা প্রদান বা পন্য সরবরাহকারীর নিকট হতে ৪% হারে ভ্যাট কর্তন করতে হবে এবং সরকারী কোষাগারে জমা প্রদান করতে হবে।
- আয়কর অধ্যাদেশ এর সেকশন-৫৩ সি তে উল্লেখ আছে যে, সরকার অথবা যে কোন কর্তৃপক্ষ, কর্পোরেশন অথবা বডি বা উহাদের ইউনিট সমূহ, যাদের সাধারণ বা প্রধান কর্মকান্ড কোন আইন, অধ্যাদেশ, আদেশ চুক্তিমূলে অনুমোদন লাভ করেছে উহাদের মালিকানাধীন দ্রব্য বা সম্পত্তি অথবা কোম্পানী আইন-১৯৯৪ (১৯৯৪ সনের ১৮ নং আইন)-এ সজ্ঞায়িত যেকোন কোম্পানী অথবা যে কোন ব্যাংকিং কোম্পানী বা যেকোন বীমা কোম্পানী বা বর্তমানে বলবৎ কোন আইনের দ্বারা বা অধীনে স্থাপিত যেকোন সমবায় ব্যাংক ইত্যাদির মালিকানাধীন কোন দ্রব্য বা সম্পত্তি যে ব্যক্তি কর্তৃক সীলমোহরাঙ্কিত কিংবা অন্যবিধ টেন্ডারের মাধ্যমে প্রকাশ্য নিলামের মাধ্যমে বিক্রয় করা হবে, তিনি উক্ত বিক্রয়ের প্রাক্কালে সংশ্লিষ্ট পণ্য বা সম্পত্তির স্বত্ব হস্তান্তরের পূর্বে এগুলোর বিক্রয় মূল্য হতে আয়ের উপর নির্ধারিত হারে অগ্রিম কর সংগ্রহ করবেন, যা শতকরা সাড়ে সাত ভাগের অধিক হবে না। কিন্তু দুর্বল অভ্যন্তরীণ নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থার কারণে এ ধরনের ঘটনা সংঘঠিত হয়েছে।

ফলাফলt

- জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের আদেশ প্রতিপালন না করার কারণে সরকার রাজস্ব আদায় হতে বঞ্চিত হয়েছে।

অডিটি প্রতিষ্ঠানের জবাব:

- পরিচালক, হযরত শাহজালার আন্তর্জাতিক বিমানবন্দর, ঢাকা কার্যালয়ের জবাবে বলা হয়েছে যে, প্রকল্পটি একটি Build Operate & transfer (BOT) প্রকল্প। BOT প্রকল্প বিধায় IPCO (ইপকো) এর সাথে সম্পাদিত BOT ও Land Lease চুক্তিতে VAT কর্তনের শর্ত অন্তর্ভূক্ত হয়নি।
- পরিচালক, সেমসু, সিএএবি কার্যালয়ের জবাবে বলা হয়েছে যে, এলসি এর মাধ্যমে মালামাল সংগ্রহ/আমদানী করা হয়েছে। আমদানী পর্যায়ে প্রযোজ্য সকল শুল্ক ভ্যাট পরিশোধ করা হয়েছে।

নিরীৰা মন্তব্য ঃ

- পরিচালক, হযরত শাহজালার আন্তর্জাতিক বিমানবন্দর, ঢাকা কার্যালয়ের জবাব সন্তোষজনক বিবেচিত হয়নি। কারণ IPCO(ইপকো) এর সাথে সম্পাদিত BOT ও Land Lease চুক্তিতে VAT কর্তনের শর্ত আরোপ না করার ব্যাখ্যাসহ প্রমাণক সংযুক্ত করা হয়নি।
- পরিচালক, সেমসু, সিএএবি কার্যালয়ের জবাব সন্তোষজনক বিবেচিত হয়নি। কারণ মালামাল ক্রয়ের সমর্থনে দরপত্র বিজ্ঞপ্তি, সিডিউল, ওয়ার্ক অর্ডার, চুক্তিপত্র ও এলসি এর কপি প্রমাণক হিসেবে সংযুক্ত করা হয়নি।
- উক্ত অনিয়মের বিষয়ে ২৮-০৫-২০১৫ খ্রিঃ তারিখে সচিব বরাবর অগ্রিম অনুচ্ছেদ জারি করা হয়। পরবর্তীতে ২৬-০৭-২০১৫ খ্রিঃ তারিখে তাগিদপত্র দেয়া হয় এবং সর্বশেষ ব্যবস্থা হিসেবে ০৮-১১-২০১৫ খ্রিঃ তারিখে সচিব বরাবর আধা সরকারি পত্র জারি করা হয়। অদ্যাবধি কোন সন্তোষজনক জবাব পাওয়া যায়নি।

নিরীৰার সুপারিশঃ

- সিএএবিকে অভ্যন্তরীণ নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা শক্তিশালী করতে হবে। যাতে সঠিকভাবে আয়কর কর্তন নিশ্চিত করা যায়। এক্ষেত্রে উক্ত অর্থ কর্তনপূর্বক সরকারি কোষাগারে জমা প্রদান করতে হবে।
- উৎসে আয়কর ও ভ্যাট কর্তন না করায় দায়-দায়িত্ব নির্ধারণ করা এবং জড়িত ব্যক্তি/ব্যক্তিবর্গের নিকট হতে অনাদায়ী অর্থ আদায়পূর্বক অডিটকে অবহিত করা আবশ্যক।

.....................................বঙ্গাব্দ

তারিখ ঃ ---------------------------------- ।

.... খ্রিষ্টাব্দ

(খান মোঃ ফেরদাউসুর রহমান)
মহাপরিচালক
পূর্ত অডিট অধিদপ্তর, ঢাকা।